CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-250 ■ 11 June, 2026 ■ আগরতলা ১১ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৭ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সর্বত্রই দীর্ঘায়ু কামনায় পূজার্চনা

মোদীর দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীত্বে শুভেচ্ছা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৪৩৯৯ দিন পূর্ণ করায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিয়ে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত উন্নয়ন, সুশাসন এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির পাশাপাশি ত্রিপুরার উন্নয়নেও প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি, আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রসার, হিরা মডেলের মাধ্যমে জাতীয় সড়ক, ইন্টারনেট, রেল এবং বিমানপথ অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন এবং 'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র মাধ্যমে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন।

ভারত মণ্ডপমে এনডিএ-র বৈঠকের ফাঁকে ঝালমুড়ির বিরতি। প্রধানমন্ত্রী সহ সব নেতাই এই জলখাবারটি দারুণ উপভোগ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস"-এর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ আজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উন্নত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের উন্নয়নে তাঁর অব্যাহত নেতৃত্ব কামনা করেন।

এছাড়াও আজ ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের সফল ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে পূজা-অর্চনা ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করেছেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ কার্যকালের দায়িত্ব পালনের এক নতুন ইতিহাস গড়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবও। নিজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, গত ৪,৩৯৯ দিনে আপনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশজুড়ে উন্নয়ন ও রূপান্তরের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। জন ধন যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, জিএসটি এবং আয়ুষ্মান ভারত থেকে শুরু করে উন্নত অবকাঠামো, স্টার্টআপের বিকাশ, উৎপাদন খাতের শক্তিশালীকরণ এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নএসব উদ্যোগ দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় এবং প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই আদালতের সমন তৃণমূল নেতা অভিষেককে, ২২শে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার খোয়াই থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমন জারি করেছে খোয়াই আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২২ জুন তাঁকে সশরীরে আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, সমনটি সরাসরি ডাকযোগে পাঠানো হয়নি। আদালতের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর আদালতের মাধ্যমে সমন পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্য একজন বেলিফ নিয়োগ করা হয় এবং আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্থানীয় থানাকে অবহিত করা হয়।

বুধবার বিকেলে কালীঘাট থানার পুলিশের উপস্থিতিতে আলিপুর আদালত নিযুক্ত বেলিফ কলকাতার নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছান। এই ঠিকানাটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সরকারি ঠিকানা হিসেবেও পরিচিত।

সূত্রের খবর, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সমন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। বিকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট ঠিকানায় নোটিস সাঁটিয়ে তার প্রমাণ সংরক্ষণের নির্দেশও ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বাড়ির এক কর্মীর মাধ্যমে সমনের কাগজ গ্রহণ করানো হয় বলে জানা গেছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা-কর্মী। তাঁদের মধ্যে কুণাল ঘোষও ছিলেন। তিনি বেলিফের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন। যদিও এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কুণাল ঘোষ বলেন, "এটি সম্পূর্ণ আইনি বিষয়। এ নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই।"

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংঘটিত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে খোয়াই থানায় মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ২২ জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে হাজিরা দেন কি না, সেদিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে দলের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন স্বদলীয় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। তিপ্রা মথা দলের অন্দরে মতপার্থক্যের জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক চিত্তরঞ্জন দেববর্মা। দলের সক্রিয় বিধায়ক হয়েও তিনি তিপ্রাল্যান্ড রাজ্যের দাবি এবং তিপ্রা মথার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা উল্লেখ করেন, তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা ও দলের শীর্ষ নেতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মা একসময় 'নো কম্প্রোমাইজ অন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড: ওয়ান লাস্ট ফাইট' স্লোগান সামনে রেখে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থানের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তিনি ইঙ্গিত দেন।

বিধায়ক তাঁর পোস্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন, ওই দিন তিপ্রা মথা এবং তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টির মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তিতে তিপ্রা মথার পক্ষে চেয়ারম্যান প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মা এবং তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টির পক্ষে দলের সভাপতি অর্থাৎ তিনি নিজে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা স্বাক্ষর করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দেববর্মার দাবি, ওই চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল তিপ্রাল্যান্ড - এর দাবি থেকে কোনো অবস্থাতেই সরে আসা যাবে না এবং জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জোট বা সমঝোতার ক্ষেত্রেও এই দাবিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থান আর বজায় নেই বলেই তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি আরও দাবি করেন, ৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত কার্যত বাতিল হয়ে যায়। এরপর তিপ্রা মথা জাতীয় রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সরকারে অংশীদার হয় এবং মন্ত্রিসভায়ও প্রতিনিধিত্ব পায়। এর ফলে পূর্ববর্তী চুক্তির রাজনৈতিক ভিত্তি আর কার্যকর নেই বলেই তিনি মত প্রকাশ করেন।

পোস্টে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা আরও বলেন, বর্তমানে তিপ্রাল্যান্ড রাজ্যের দাবি নিয়ে আর কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচি বা আন্দোলন চোখে পড়ছে না। বরং সমর্থকদের আশ্বস্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর মতে, যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৫০ লাখ টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুন ।। মাদক পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। অসম-ত্রিপুরা সীমান্তের চুড়াইবাড়ি চেকপোস্টে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় এক ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুর নাগাদ বাজারিছড়া থানার অধীন চুড়াইবাড়ি চেকগেটে একটি ১২ চাকার ট্রাক (নম্বর: পিবি০৮সিএক্স-৫৬০৮) এসে পৌঁছায়। ট্রাকটিতে আলুর বস্তা বোঝাই ছিল। নিয়মিত তল্লাশির অংশ হিসেবে গাড়িটি পরীক্ষা করা হলে প্রথমে কোনও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। তবে গভীর তল্লাশিতে আলুর বস্তার নিচে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপের চালান উদ্ধার হয়। পুলিশ জানায়, ট্রাক থেকে মোট ৯২টি কার্টনে রাখা ১৪ হাজার ১০০ বোতল কোডিন ফসফেটযুক্ত নিষিদ্ধ এস কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। কালোবাজারে উদ্ধার হওয়া এই কফ সিরাপের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থল থেকেই ট্রাকের চালক পাঞ্জাবের বাসিন্দা যোগেশ কুমারকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি দাবি করেন, শিলিগুড়ি থেকে আগরতলায় আলু নিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে পুলিশের সন্দেহ, আলুর আড়ালে বিপুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তৃণমূল ও রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা সুস্মিতার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (আইএএনএস)।। তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর নিজের সিদ্ধান্তের পিছনে 'রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণ'-এর কথা উল্লেখ করলেন সুস্মিতা দেব। পাশাপাশি তিনি জানান, যেহেতু তিনি অসমের মানুষ, তাই ভবিষ্যতে অসমের মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান।

বুধবার ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার পর আইএএনএস-কে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় সুস্মিতা দেব বলেন, "আমার কিছু রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণ রয়েছে। এর বেশি আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে চাই না।"

তৃণমূলের সাংসদদের মধ্যে সাম্প্রতিক মতবিরোধ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "কে তৃণমূল ছাড়ছেন এবং কেন ছাড়ছেন, তার উত্তর তাঁরাই দিতে পারবেন। আমি শুধু নিজের বিষয়ে বলতে পারি। আজ সকালে আমি দল থেকে ইস্তফা দিয়েছি এবং প্রায় সকাল ১১টা নাগাদ উপরাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকেও ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছি।"

তিনি আরও বলেন, "আমি কী ধরনের রাজনীতি করব এবং কোথায় করব, তা নির্ধারণ করার অধিকার আমার রয়েছে। সেই সিদ্ধান্ত নিতে আমার কয়েকদিন সময় প্রয়োজন।"

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুস্মিতা দেব বলেন, "আমি তৃণমূল কংগ্রেস এবং রাজ্যসভা দু'টি পদ থেকেই ইস্তফা দিয়েছি, কারণ আমার মতে এটিই নীতিগতভাবে সঠিক পদক্ষেপ।"

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, "ভবিষ্যতেও রাজনীতি করার এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সেবা করার সুযোগ পাব বলে আমি আশাবাদী।" তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে অপহৃত ৬ নাগা গ্রামবাসীর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

ইম্ফল, ১০ জুন (আইএএনএস) ।। মণিপুরের কাঙপোকপি জেলায় গত ১৩ মে অপহৃত হওয়া নাগা সম্প্রদায়ের ছয় গ্রামবাসীর মৃতদেহ বুধবার একটি জঙ্গল এলাকা থেকে উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে অশান্ত মণিপুরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ব্যাপক তল্লাশি অভিযানের পর সাইতু-গামফাজোল উপবিভাগের খারাম ভাইফেই গ্রামের নিকটবর্তী বনাঞ্চল থেকে ছয়টি দেহ উদ্ধার করা হয়। খারাম ভাইফেই মূলত কুকি-জো অধ্যুষিত এলাকা।

প্রায় ৪৫০ জন সদস্য নিয়ে পরিচালিত এই অভিযানে মণিপুর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং আসাম রাইফেলস অংশ নেয়। তল্লাশিতে স্নিফার ডগ ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদেরও মোতায়েন করা হয়েছিল।

মণিপুর পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উদ্ধার হওয়া মৃতদেহগুলি গত ১৩ মে লেইলন ভাইফেই এলাকা থেকে অপহৃত ব্যক্তিদের বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত চলছে।

মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার জন্য ইম্ফলের আঞ্চলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (রিমস)-এ পাঠানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই মর্মান্তিক ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই প্রায় চার সপ্তাহ ধরে আটক থাকা কুকি সম্প্রদায়ের ১৪ জন জিম্মিকে মুক্তি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও অপহৃত ছয় নাগা গ্রামবাসীর নিরাপদ মুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কুকি সম্প্রদায়ের ১৪ জনকে মঙ্গলবার সেনাপতি জেলার একটি থানায় হস্তান্তর করে ইউনাইটেড নাগা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর হাসপাতালে মানসিক রোগীর হামলায় আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুন।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে বুধবার এক অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা এক ব্যক্তি আচমকাই অপর এক ব্যক্তির উপর হামলা চালালে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় হাসপাতালের রোগী, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়। হামলার ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তি সামান্য আহত হন বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর হাসপাতালে উপস্থিত লোকজন দ্রুত এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন এবং তাঁর মানসিক ভারসাম্য স্বাভাবিক ছিল না। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদক পাচার মামলায় ৩ দোষীর ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্যের ঘটনায় ইয়াবা পাচার মামলায় তিন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে কঠোর সাজা দিল সোনামুড়ার বিশেষ আদালত। বুধবার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া বিশেষ বিচারক তিনজনকে ২০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দেন।

দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা হলেন রাঙ্গামুড়া এইচ.এস. স্কুল টিলা এলাকার বাসিন্দা মানিক মিয়া (৩৭), রাঙ্গামুড়া পুরান বাজার এলাকার মাধাই শীল (২৪) এবং রাঙ্গামুড়া নতুন বাজার এলাকার প্রশান্ত রায় (২৬)।

আদালতের রায় অনুযায়ী, এনডিপিএস-এর ২২(সি) ধারায় প্রত্যেককে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। পাশাপাশি এনডিপিএস আইনের ২৫ ধারায়ও তিন অভিযুক্তকে আরও ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ছয় মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১০ অক্টোবর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জট্রাপুর থানার পুলিশ কাঠালিয়া নাকা এলাকায় একটি হুন্ডাই গ্র্যান্ড আই-১০ নিয়স গাড়ি আটক করে। গাড়িটিতে থাকা তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্বাধীন সাক্ষীদের সামনে তল্লাশি চালিয়ে সামনের বাম পাশের সিটের নিচে রাখা একটি হলুদ প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে ৯,৫০০টি সন্দেহভাজন ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ট্যাবলেটগুলির মোট ওজন ছিল ৯৫০ গ্রাম।

ঘটনার পর যাত্রাপুর থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। দীর্ঘ তদন্তের পর তৎকালীন তদন্তকারী আধিকারিক ইনস্পেক্টর অরূপ দেববর্মা ২০২৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

বিচার প্রক্রিয়া শেষে আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে রায় দেয় এবং তাদের দোষী সাব্যস্ত করে এই কঠোর সাজা ঘোষণা করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 11-06-2026, 01:38

জাগরণ আগরতলা ১১ জুন, ২০২৬ ইং
২৭ জৈষ্ঠ্য, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

দীর্ঘমেয়াদি প্রধানমন্ত্রী মোদী

নরেন্দ্র মোদী ভারতের ইতিহাসে "নির্বাচিত" প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা দীর্ঘতম মেয়াদে দায়িত্ব পালনের রেকর্ড গড়িয়াছেন। ১০ জুন, ২০২৬ তারিখে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একটানা ৪,৩৯৯ দিন পূর্ণ করিয়া জওহরলাল নেহরুর নির্বাচিত মেয়াদের রেকর্ড ভাঙিয়া দেন।

ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে নতুন নজির গড়িলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১০ জুন ২০২৬ সালে তিনি দেশের দীর্ঘতম সময় ধরিয়া একটানা দায়িত্বে থাকা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রেকর্ড গড়িলেন। ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নিয়াছিলেন। তার পর থেকে টানা ৪,৩৯৯ দিনেরও বেশি সময় দায়িত্ব পালন করিলেন তিনি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডও ভাঙিয়া দিলেন।দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময়দেনিয়া একটানা নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটা একটা নিঃসন্দেহে মাইলফলক। প্রধানমন্ত্রীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়াছেন বিশ্বের একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরপর জয় পাইয়া তিনি তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। গত ১২ বছরেরও বেশি সময়ে তাঁহার নেতৃত্বে বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন। আন্তর্জাতিক স্তরের বার্তাগুলিতে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, বিশ্ব কূটনীতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং গ্লোবাল সাউথের স্বার্থ রক্ষায় মোদীর বিশেষ কৃতিত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। এদিকে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিসানায়াকা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠাইয়া চিঠিতে লিখিয়াছেন, 'এই মাইলফলক শুধু আপনার কার্যকালের বছরগুলিরই প্রমাণ নয়, বরং বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের জনগণ আপনার নেতৃত্বের ওপর যে আস্থা ও বিশ্বাস বারবার দেখাইয়াছে, এটা তাহারও প্রমাণ।' ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি মোদীর নেতৃত্বকে 'দূরদর্শী ও প্রভাবশালী' বলিয়া জানাইয়াছেন, ভারত-ইতালি কৌশলগত সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করিতে মোদীর সঙ্গে কাজ চালাইয়া যাইতে তিনি আগ্রহী।অন্যদিকে ৬২ বছর ধরিয়া দেশের দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী থাকিবার রেকর্ড ছিল জওহরলাল নেহরুর। এবার সেই রেকর্ড আর রইল না। জওহরলাল নেহরু ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী প্রায় ১৬ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকিলেও সেটা ছিল দুটি পৃথক মেয়াদে। ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তেশেরিং তোবগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'বন্ধু ও দূরদর্শী নেতা' হিসেবে উল্লেখ করিয়া বলেন, 'ভারতের উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে মোদীর অবদান অনস্বীকার্য।' তাছাড়া পাপুয়া নিউ গিনির প্রধানমন্ত্রী জেমস মারাপে একটি ব্যক্তিগত ভিডিও বার্তা পাঠাইয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'নেতৃত্বের এক রোল মডেল ও উদাহরণ' হিসেবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে ২০ কোটিরও বেশি ভারতীয়কে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করিবার কৃতিত্বের উল্লেখ করেন। এই বিশেষ দিনের উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'গত ১২ বছরের যাত্রা ছিল দেশের মানুষের বিশ্বাস, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিফলন। যুবসমাজ, নারী এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল বিপ্লবের মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন পরিচিতি পাইয়াছে।' প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির কার্যকালের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও দলীয় নেতারা বিভিন্ন মন্দিরে গিয়া পুজো দিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করিয়াছেন।

সাব্রুমে বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ে অনিয়মের অভিযোগ, তদন্তের দাবি

সাব্রুম, ১০ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম পোস্ট অফিস সংলগ্ন সাতচাঁদ ও রুপাইছড়ি বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ে কর্মীদের উপস্থিতি ও দাপ্তরিক শৃঙ্খলা নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে অফিস পরিচালনা না হওয়া এবং কর্মচারীদের অনিয়মিত উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় মহলের একাংশ।

অভিযোগ অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের নির্ধারিত কর্মঘণ্টা অনুসরণ না করে কিছু কর্মচারী নিজেদের সুবিধামতো অফিসে আসা-যাওয়া করছেন। স্থানীয় সূত্রের দাবি, সাতচাঁদ বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইরনজয় রিয়াংকে প্রায়শই অফিসে অনুপস্থিত দেখা যায়। যদিও তাঁর পক্ষ থেকে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়, শিক্ষা গবেষণা পর্ষদের বৈঠক এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজে ব্যস্ত থাকার কথা জানানো হয়ে থাকে বলে অভিযোগকারীদের দাবি।

বুধবার বিকেলে বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকরা সাতচাঁদ ডেপুটি বিদ্যালয় পরিদর্শক ড্যানিয়েল রিয়াংয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি অভিযোগগুলি অস্বীকার করার চেষ্টা করেন বলে জানা যায়। তবে একই কার্যালয়ের কর্মচারী মানিক চক্রবর্তী ক্যামেরার সামনে স্বীকার করেন যে কয়েকজন কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস ত্যাগ করেন।

অন্যদিকে, একই ভবনে অবস্থিত রুপাইছড়ি বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়েও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, ক্যাশ সেকশনের এক কর্মী নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস কক্ষ বন্ধ করে চলে যান। এছাড়া একাধিক কর্মচারীর দীর্ঘদিন অনিয়মিত উপস্থিতির বিষয়টিও আলোচনায় উঠে এসেছে। উপস্থিতি খাতাতেও তার প্রতিফলন রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

আরও অভিযোগ, কিছু কর্মচারী দাপ্তরিক কাজে জেলা কার্যালয়ে যাওয়ার কথা বলে অফিস থেকে বের হলেও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে তাদের উপস্থিতির তথ্য মেলেনি। এ নিয়ে কার্যালয়ের ভেতরেও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

রুপাইছড়ি ডেপুটি বিদ্যালয় পরিদর্শক নন্দলাল দাসও কিছু কর্মচারীর অনিয়মিত উপস্থিতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন বলে অভিযোগকারীরা দাবি করেছেন।

স্থানীয়দের মতে, শিক্ষা দপ্তর যদি বিষয়টির নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্ত করে, তাহলে বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়গুলির প্রকৃত চিত্র সামনে আসবে। তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, উত্থাপিত অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক তদন্ত হলে প্রকৃত তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

নবান্নে রাজনৈতিক সৌজন্যের নতুন দিগন্ত প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের উপস্থিতি ও মুখ্যমন্ত্রীশুভেন্দু অধিকারী সফলতা

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে নবান্নে অনুষ্ঠিত রাজ্যের মেগা প্রশাসনিক বৈঠকে এক অভূতপূর্ব এবং ইতিবাচক মোড় দেখা গেল। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আহবানের সাড়া দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বিরোধী দল এবং প্রধান বিরোধী শিবিরের প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলার সংসদীয় গণতন্ত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে চলার তীব্র রাজনৈতিক মেরুকরণ; কাদা ছোড়াছুড়ি এবং শাসক-বিরোধী চরম মুখ দেখাদেখি বন্ধের আবহকে এক লহমায় বদলে দিয়ে এই বৈঠকটি সম্পন্ন হল অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে; তীব্র মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সমস্ত পক্ষকে একই প্রশাসনিক মঞ্চে নিয়ে আসতে পারা— মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর এক মস্ত বড় প্রাথমিক এবং কৌশলগত সফলতা। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার রাজনীতিতে এক ধরনের অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল; যেখানে শাসক এবং বিরোধী শিবিরের মুখোমুখি বসা দুরস্থান; সৌজন্য বিনিময়ের সুযোগও ছিল সীমিত। এই অচলাবস্থা ও রাজনৈতিক জড়তা ভেঙে রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দপ্তর 'নবান্নে' বিরোধীদের সসম্মানে ডেকে আনা এবং তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া প্রমাণ করে যে; সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় আলোচনার পথ কখনো রুদ্ধ হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী এই বৈঠকে যে প্রশাসনিক পরিপক্ক; ধৈর্য্য এবং উদারতা দেখিয়েছেন; তা দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের আপামর মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ও নেতৃত্বসুলভ ভাবমূর্তিকে বহুগুণ উজ্জ্বল করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় রাজনীতির অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে; অতীতেও মুখ্যমন্ত্রীদের কার্যকালের শাসক-বিরোধী সম্পর্কের ওঠাপড়া রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

উদাহরণস্বরূপ; রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দীর্ঘ শাসনকালে বামফ্রন্টের সঙ্গে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত জটিল। জ্যোতি বসু সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধা বজায় রাখতেন এবং বিধানসভায় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা সিদ্ধার্থ শংকর রায় বা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্তরে সৌজন্যের সম্পর্কে ছিল। কিন্তু কোনো বড় জেলা ভিত্তিক প্রশাসনিক পর্যালোচনায় বা নীতি নির্ধারণে বিরোধীদের ডেকে এনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদার করার প্রাতিষ্ঠানিক চল তৎকালীন বাম জমানাতেও সেভাবেই গড়ে ওঠেনি। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে এই দূরত্বের খেসারত রাজ্যকে দিতে হয়েছিল সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়। বুদ্ধদেববাবু শিল্পায়নের প্রশ্নে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার চেষ্টা করলেও; তা সঠিক সময়ে এবং সঠিক মঞ্চে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। ফলে তৈরি হয়েছিল এক চরম অবিশ্বাসের পরিবেশ; যা শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। এমনকি পরবর্তী তৃণমূল জমানাতেও শাসক ও প্রধান বিরোধীদলের মধ্যে দূরত্ব এবং সংঘাত এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে; নবান্নের কোনো প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের উপস্থিতি ছিল এক প্রকার অকল্পনীয়।অতীতে রাজভবন বা বিধানসভায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক হলেও 'নবান্ন' বা 'মহাকরণের' মতো প্রশাসনিক সদর দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে বিরোধীদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করার নজির এ রাজ্যে বিরল। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই সময়োপযোগী উদ্যোগ এবং বিরোধীদের তাতে ইতিবাচক সাড়াকে দেখতে হবে। এই সফলতার পেছনে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ ও প্রভাব রয়েছে: যুক্তরাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি সম্মান.. মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার পর থেকেই শুভেন্দু অধিকারী দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের সব এলাকার সুষম উন্নয়নের কথা বলে আসছেন। এই বৈঠক প্রমাণ করে যে; তিনি স্রেফ বক্তৃতায় নয়; বাস্তবেও গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উন্নয়নে রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠা..

জেলাভিত্তিক বা রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক বৈঠকে যখন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প; কেন্দ্রীয় বরাদ্দ এবং পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়; তখন সেখানে বিরোধী বিধায়ক বা প্রতিনিধিদের এলাকার দাবিদাওয়া উপেক্ষিত থাকলে আখেরে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই বৈঠকে বিরোধী প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ফলে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার অভাব-অভিযোগ সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কান পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ সুগম হলো।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন

বাংলার আমজনতা দীর্ঘদিন ধরে যে উগ্র রাজনৈতিক হিংসা ও তিক্ততা থেকে অভ্যস্ত; তার বিপরীতে নবান্নের এই সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃশ্য সমাজ এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে এক বিরাট স্বস্তির বার্তা পাঠিয়েছে।

তবে এই প্রাথমিক সফলতাকে স্থায়ী রূপ দিতে হলে মুখ্যমন্ত্রীকে আগামী দিনেও এই ধারা বজায় রাখতে হবে। প্রথমত; বিরোধীদের এই অংশগ্রহণ যেন স্রেফ একটি বা দুটি বৈঠকের 'ফটো- অপারেশন' বা সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে সীমাবদ্ধ না থাকে। বৈঠকে বিরোধী দলনেতা যে সমস্ত ঠিক আছে তো সুনির্দিষ্ট দাবি বা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দেন সেগুলোর উপর নিরপেক্ষ প্রশাসনিক তদন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। বৈঠকে বিরোধী দলগুলো যে সমস্ত নির্দিষ্ট দাবি বা এলাকাভিত্তিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে; সেগুলোর উপর আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রকল্পের সুফল যেন রাজনৈতিক রঙ না দেখে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছায়; তা তদারকি করাও তাঁর অন্যতম বড় দায়িত্ব।

অন্যদিকে এই বৈঠকে বিরোধী নেতাদের অংশগ্রহণও তাঁদের ইতিবাচক ও গঠনমূলক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। কেবল রাজপথে আন্দোলন নয়; প্রশাসনিক টেবিলে বসে যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং নিজের এলাকার মানুষের অধিকার আদায় করাও যে একজন দায়িত্বশীল বিরোধী নেতার কাজ; তা এই বৈঠকের মাধ্যমে পুনর্বার প্রমাণিত হলো। নবান্নের এই বৈঠক— বাংলার দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের এক ইতিবাচক ইঙ্গিত। জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা মমতা ব্যানার্জির জমানায় যা অধরা থেকে গিয়েছিল বা যে দূরত্বের কারণে অতীতে রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল; বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই প্রাচীন জড়তা ভেঙে এক নতুন এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছেন। নবান্নের এই প্রশাসনিক বৈঠকে বিরোধীদের অন্তর্ভুক্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর এই সমন্বয়ী অবস্থান যদি আগামী দিনেও বজায় থাকে; তবে তা পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন ও সোনালী অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হবে। আর এইখানেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর দূরদর্শিতা; প্রশাসনিক দক্ষতা এবং প্রাথমিক সফলতার আসল সার্থকতা।

তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার ৬২৯৫৫৩৩১০৭

খাবারের থালার অদৃশ্য আততায়ী

দীপক সাহা

মানুষের জীবনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা খাদ্য। খাদ্য শুধু ক্ষুধা নিবারণের উপায় নয়, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ুর অন্যতম ভিত্তি। অথচ সেই খাদ্যই যখন রোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে, তখন তা শুধু জনস্বাস্থ্যের সংকট নয়, সভ্যতার জন্যও এক গভীর সতর্কবার্তা। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক গবেষণা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, দূষিত ও অনিরাপদ খাদ্যের কারণে বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। এর সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কয়েকশো কোটি মানুষ। খাদ্য নিরাপত্তার প্রশ্ন তাই আজ আর কেবল একটি দেশের সমস্যা নয়; এটি বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়।

খাদ্যদূষণ বলতে সাধারণত এমন খাদ্যকে বোঝায়, যা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী, রাসায়নিক পদার্থ, ভারী ধাতু বা অন্য কোনও ক্ষতিকর উপাদানের সংস্পর্শে এসে মানুষের শরীরের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রায় ৬০ কোটিরও বেশি মানুষ খাদ্যবাহিত রোগে আক্রান্ত হন। এর ফলে মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। সাম্প্রতিক বিস্তৃত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, সরাসরি ও পরোক্ষভাবে খাদ্যদূষণজনিত অসুস্থতা, অপুষ্টি, দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং জটিলতার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

খাদ্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হাজার বছরের। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং বাণিজ্যিক কৃষির প্রসারের ফলে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। একদিকে উৎপাদন বেড়েছে, অন্যদিকে বেড়েছে খাদ্যে ভেজাল, রাসায়নিকের অপব্যবহার এবং সংরক্ষণজনিত ঝুঁকি। কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে শাকসবজি, ফলমূল ও শস্যে ক্ষতিকর উপাদান থেকে যাচ্ছে। মাছ ও মাংস উৎপাদনে দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নানা অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোন। খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কিছু রাসায়নিকও দীর্ঘমেয়াদে মানুষের শরীরে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। দূষিত খাদ্যের অন্যতম প্রধান উৎস জীবাণু। সালমোনেলা, ই-কোলাই, লিস্টেরিয়া, ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া খাদ্যবাহিত রোগের জন্য দায়ী। অপরিষ্কার পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত, দূষিত জল ব্যবহার, অপর্যাপ্ত রান্না বা ভুল সংরক্ষণ এসব কারণে জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধির ঘাটতির কারণে এই সমস্যা আরও প্রকট।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একাধিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুরা খাদ্যবাহিত রোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বজুড়ে খাদ্যবাহিত রোগজনিত মৃত্যুর একটি বড় অংশ এই শিশুদের মধ্যেই ঘটে। ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-এ, কৃমিজনিত সংক্রমণ এবং বিভিন্ন অন্ত্রের রোগ শিশুদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে অপুষ্টির সঙ্গে খাদ্যদূষণের সম্পর্ক গভীরভাবে জড়িত। খাদ্যদূষণের আরেকটি বিপজ্জনক দিক হল রাসায়নিক দূষণ। কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, ভারী ধাতু যেমন সিসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম এবং শিল্পবর্জ্য থেকে আসা বিষাক্ত পদার্থ খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। দীর্ঘদিন ধরে এই উপাদান শরীরে জমতে থাকলে ক্যানসার, কিডনি রোগ, স্নায়বিক সমস্যা, হৃদরোগ এবং প্রজনন সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিতে পারে। বিশ্বের বহু দেশে খাদ্যে ভেজাল আজ এক প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অধিক মুনাফার আশায় দুধে ডিটারজেন্ট, মশলায় কৃত্রিম রং, ফলে রাসায়নিক প্রলেপ, মাছ-মাংসে ক্ষতিকর সংরক্ষণকারী ব্যবহার করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ভোক্তার পক্ষে এসব ভেজাল শনাক্ত করা সম্ভব নয়। ফলে মানুষ প্রতিদিন অজান্তেই বিষাক্ত উপাদান গ্রহণ করছেন। বাংলাদেশ, ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য ইস্যু। ভারতে খাদ্য নিরাপত্তা ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য

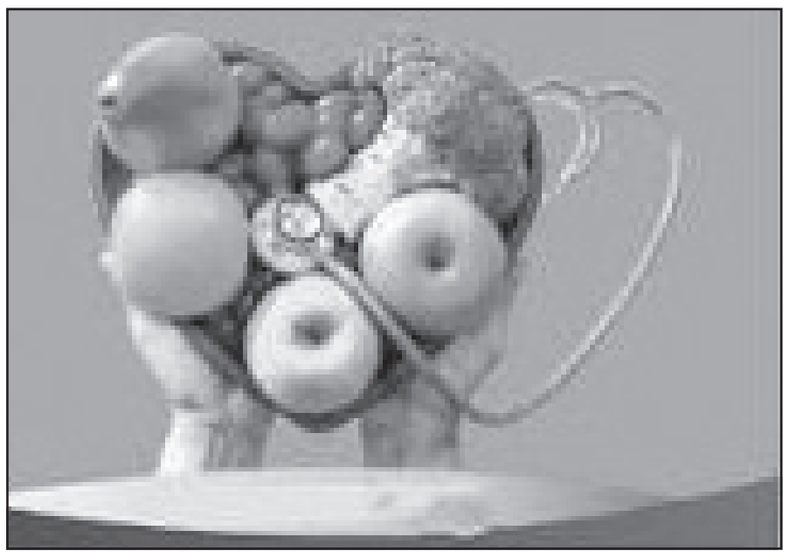

রয়েছে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। তবু বাস্তবে খাদ্য উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে নজরদারির ঘাটতি রয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সময়ে সময়ে ভেজাল দুধ, নকল মশলা, রাসায়নিক মেশানো ফল ও মিষ্টির বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হলেও সমস্যার মূল শিকড় এখনও অটুট। খাদ্যদূষণের অর্থনৈতিক প্রভাবও কম নয়। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, খাদ্যবাহিত রোগের কারণে চিকিৎসা ব্যয়, কর্মঘণ্টার ক্ষতি এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাসের ফলে প্রতিবছর শত শত বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়। অসুস্থ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী একটি দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেয়। বিশেষত দরিদ্র পরিবারগুলি চিকিৎসা ব্যয়ের চাপে আরও আর্থিক সংকটে পড়ে। একটি উদ্বেগজনক বিষয় হল অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি। পশুপালন ও খাদ্য উৎপাদনে নির্বিচারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে জীবাণুগুলি ধীরে ধীরে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। খাদ্যের মাধ্যমে এই প্রতিরোধী জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। এর ফলে ভবিষ্যতে সাধারণ সংক্রমণের চিকিৎসাও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা একে আগামী দিনের সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করছেন। জলবায়ু পরিবর্তনও খাদ্য নিরাপত্তার উপর নতুন চাপ সৃষ্টি করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বন্যা, খরা এবং অনিয়মিত আবহাওয়া খাদ্যে জীবাণু ও বিষাক্ত ছত্রাকের বিস্তার বাড়িয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে আফ্লাটক্সিন নামক বিষাক্ত ছত্রাক শস্য ও খাদ্যশস্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার জটিলতা। এক দেশ থেকে অন্য দেশে খাদ্য পরিবহণের ফলে একটি অঞ্চলের দূষণ দ্রুত বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সংকট মোকাবিলার উপায় কী? প্রথমত, খাদ্য নিরাপত্তাকে জনস্বাস্থ্যের কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখতে হবে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং প্রশাসনের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। কীটনাশক ও রাসায়নিকের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থায় কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। নিয়মিত পরীক্ষাগারভিত্তিক পরীক্ষা, বাজার তদারকি এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আইন থাকলেই হবে না, তার কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, জনসচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। ভোক্তাদের জানতে হবে কীভাবে নিরাপদ খাদ্য নির্বাচন করতে হয়, কীভাবে ফল ও শাকসবজি পরিষ্কার করতে হয় এবং কীভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হয়। পরিবারের রান্নাঘর থেকে শুরু করে রাস্তার খাবারের দোকান সর্বত্র স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা প্রয়োজন। চতুর্থত, স্কুল পর্যায় থেকেই খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিশুদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরও দায়িত্বশীল হবে। পাশাপাশি খাদ্য ব্যবসায়ী, কৃষক এবং উৎপাদকদেরও নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

আসলে দূষিত খাদ্যের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়। উৎপাদক, বিক্রেতা, ভোক্তা এবং প্রশাসন সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই সংকট মোকাবিলা সম্ভব নয়। একটি সভ্য সমাজে মানুষের খাদ্য নিরাপদ হবে এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। অথচ আজ সেই মৌলিক অধিকারই নানা কারণে প্রশ্নের মুখে। বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, খাদ্যদূষণ কোনও বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়; এটি এক নীরব মহামারি। করোনা মহামারি আমাদের শিখিয়েছে, জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করার মূল্য কতটা ভয়াবহ হতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একই শিক্ষা প্রযোজ্য। এখনই যদি কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, তবে দূষিত খাদ্যের এই অদৃশ্য বিষ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য, অর্থনীতি এবং মানবসম্পদকে আরও গভীর সংকটে ঠেলে দেবে। খাদ্য মানুষের জীবনধারণের উপকরণ, মৃত্যুর কারণ নয়। তাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা কোনও বিলাসিতা নয়, এটি রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। আজ বিশ্ব পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং টেকসই উন্নয়নের আলোচনায় খাদ্য নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার সময় এসেছে। কারণ নিরাপদ খাদ্য মানেই সুস্থ মানুষ, আর সুস্থ মানুষই একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় বস্ত্রদান করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

মোদি-নেহরু তুলনা নিয়ে তোপ শরদ পাওয়ারের, ইতিহাস বিকৃতি, কৃষি সঙ্কট ও বিদেশনীতি নিয়েও কেন্দ্রকে নিশানা

মুম্বই, ১০ জুন (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর তুলনা টেনে রাজনৈতিক প্রচারের বিরোধিতা করে কেন্দ্রের এনডিএ সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন এনসিপি (শরদচন্দ্র পাওয়ার) প্রধান শরদ পাওয়ার। বুধবার দলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি ইতিহাস বিকৃতি, কৃষকদের দুর্দশা, মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি এবং ভারতের বিদেশনীতি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে এনসিপি ভাঙনের পর নিজের নেতৃত্বাধীন এনসিপি (এসপি)-র প্রধান হিসেবে ভাষণ দিতে গিয়ে শরদ পাওয়ার বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, তবে শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার সময়সীমার ভিত্তিতে তাঁর সঙ্গে জওহরলাল নেহরুর তুলনা করা যায় না।

পাওয়ার স্মরণ করিয়ে দেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নেহরু দীর্ঘ সময় কারাবাস করেছিলেন। তাঁর কথায়, "প্রধানমন্ত্রীর পদ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। সেই পদের মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতীয়র দায়িত্ব। আমরা নীতিগত প্রশ্নে সরকারের বিরোধিতা করব, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদকে অসম্মান করব না।"

তবে তিনি স্পষ্ট করেন, ইতিহাস ও অবদানের বিচারে নেহরু এবং মোদিকে এক কাতারে ফেলা যায় না।

দলের ভাঙনের প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করেন শরদ পাওয়ার। এনসিপির অজিত পাওয়ার শিবিরের তরফে প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দেওয়া বড়সড় বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনও এত ব্যয়বহুল প্রচারের পথে হাঁটেননি। তবে দলের কর্মীদের বিপুল উপস্থিতিকে তিনি স্বাগত জানান।

ভাষণে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন-এর সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও তীব্র সমালোচনা করেন শরদ পাওয়ার। পঞ্জাবে শিখ সম্প্রদায়ের এক অনুষ্ঠানে 'অপারেশন ব্লু স্টার' নিয়ে দেওয়া বক্তব্যকে তিনি "হাস্যকর" ও "অত্যন্ত অনভিপ্রেত" বলে অভিহিত করেন।

পাওয়ার বলেন, রাজনৈতিক স্বার্থে ইতিহাস বিকৃত করা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর অভিযোগ, "মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী পঞ্জাবে গিয়ে এমন প্রচার করছেন যে শিখদের হত্যাকাণ্ডের পিছনে কংগ্রেসপন্থী মানুষজন দায়ী ছিলেন। এ ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন।"

তিনি আরও বলেন, অতীতে কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল এবং কিছু শক্তি যুবসমাজকে ভুল পথে পরিচালিত করেছিল, যার ফলে বহু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু সেই ঘটনাগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

নেহরু-গান্ধী পরিবারের অবদান প্রসঙ্গে শরদ পাওয়ার বলেন, এই পরিবারের আত্মত্যাগকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধী উভয়েই অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের জন্মের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন, যার ফলেই বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

এরপর মহারাষ্ট্রের কৃষি সঙ্কটের বিষয়টি তুলে ধরে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন শরদ পাওয়ার। তাঁর অভিযোগ, সার সংকটের কারণে কৃষকদের রাতভর দোকানের সামনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কৃষকদের দুর্দশার প্রতি সরকার উদাসীন বলে তিনি দাবি করেন।

সম্প্রতি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষমতাসীনরা কৃষকদের শ্রমের মূল্য দিচ্ছেন না।

এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্র সরকারকে ৮ থেকে ১০ দিনের আলটিমেটাম দেন শরদ পাওয়ার। তিনি জানান, প্রান্তিক ও বঞ্চিত মানুষের সমস্যা নিয়ে এনসিপি নেতৃত্ব শীঘ্রই বৈঠক করবে।

তাঁর হুঁশিয়ারি, "প্রয়োজনে এনসিপি রাস্তায় নামবে। আমাদের দাবি না মানলে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।"

বিদেশনীতি নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন প্রবীণ এই নেতা। বিশেষ করে ইরানকে ঘিরে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐতিহাসিকভাবে অন্যায়ের শিকার দেশগুলির পাশে দাঁড়ানোই ভারতের স্বাধীন বিদেশনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

পাওয়ারের অভিযোগ, বর্তমানে সেই স্বাধীন ও ভারসাম্যপূর্ণ বিদেশনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, ইরানের উপর আক্রমণের মতো পরিস্থিতিতে ভারতের ঐতিহ্যগত কূটনৈতিক অবস্থান আগের মতো দৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

ভাষণের শেষে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে শরদ পাওয়ার বলেন, "এনসিপি চুপ করে বসে থাকবে না। কঠোর পরিশ্রম এবং মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করেই আমাদের নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।"

তিনি কর্মীদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার বার্তাও দেন।

বিশ্বকাপের জাদু এবার বাজারে, গোল হলেই ছাড়! কেরলের সাপ্লাইকোর অভিনব 'সকার ইলেভেন' প্রকল্প

তিরুবনন্তপুরম, ১০ জুন (আইএএনএস): ফুটবল বিশ্বকাপের উন্মাদনাকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কেনাকাটার সঙ্গে যুক্ত করতে অভিনব উদ্যোগ নিল কেরল সরকারের জনবণ্টন ও খুচরো বিপণন সংস্থা সাপ্লাইকো। 'সাপ্লাইকো সকার ইলেভেন' নামে নতুন একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করতে চলেছে সংস্থাটি, যেখানে বিশ্বকাপে বিভিন্ন দলের গোলসংখ্যার ভিত্তিতে মিলবে পণ্যের উপর ছাড়।

কেরল স্টেট সিভিল সাপ্লাইজ কর্পোরেশন বা সাপ্লাইকো রাজ্যের মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকা সরকারি সংস্থা। ১৫ জুন থেকে শুরু হওয়া এই বিশেষ প্রকল্পে বিশ্বকাপের ১১টি জনপ্রিয় দলকে সাপ্লাইকোর 'সাবারি' ব্র্যান্ডের ১১টি পণ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্প অনুযায়ী, কোনও দল একটি ম্যাচে যতগুলি গোল করবে, সেই দলের সঙ্গে যুক্ত সাবারি পণ্যের উপর তত শতাংশ ছাড় মিলবে। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাজিল যদি কোনও ম্যাচে তিনটি গোল করে, তাহলে ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্ত সাবারি হলুদ গুঁড়োর উপর ৩ শতাংশ ছাড় পাওয়া যাবে। তবে টাইব্রেকারে হওয়া গোল এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সাপ্লাইকো জানিয়েছে, প্রতিটি ম্যাচের পর সংশ্লিষ্ট দলের গোলসংখ্যা অনুযায়ী ছাড়ের হার নতুন করে নির্ধারণ করা হবে এবং সেই ছাড় কার্যকর থাকবে দলটির পরবর্তী ম্যাচ শুরু হওয়া পর্যন্ত। কোনও দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলে সেই দলের সঙ্গে যুক্ত পণ্যের বিশেষ অফারও শেষ হয়ে যাবে।

'সকার ইলেভেন' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ১১টি দল হল ব্রাজিল, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া এবং মরক্কো। দলগুলির সঙ্গে যুক্ত সাবারি পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে সাবারি সাম্বর পাউডার, স্পেনের সঙ্গে সাবারি পুট্টু পাউডার, আর্জেন্টিনার সঙ্গে সাবারি পায়াসম মিক্স, বেলজিয়ামের সঙ্গে সাবারি সুপার ফাইন ডাস্ট টি, পর্তুগালের সঙ্গে সাবারি লঙ্কা গুঁড়ো, ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে সাবারি নারকেল তেল, ইংল্যান্ডের সঙ্গে সাবারি লবণ, মরক্কোর সঙ্গে সাবারি হোটেল ব্লেন্ড চা এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সাবারি গোল্ড টি।

এছাড়াও বিশ্বকাপকে ঘিরে আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ রাখা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে যদি এই ১১টি দলের মধ্যে কোনও একটি দল বিশ্বকাপ জেতে, তাহলে সেই চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে যুক্ত সাবারি পণ্যের উপর অতিরিক্ত বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে।

সাপ্লাইকোর কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য বিশ্বকাপের আবেগকে সাধারণ মানুষের কেনাকাটার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করা এবং ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আরও আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করা।

সংস্থার দাবি, বিশ্বকাপভিত্তিক এই ছাড় সাপ্লাইকোর বিদ্যমান অফারের অতিরিক্ত হবে। ফলে ফুটবলপ্রেমীদের কাছে বাজার করাও বিশ্বকাপ উদযাপনের অংশ হয়ে উঠবে।

খুনের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার

কলকাতা, ১০ জুন (আইএএনএস): খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগে বুধবার গ্রেফতার করা হল কলকাতা পুরসভার (কেএমসি) তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারকে। ফুলবাগান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই গ্রেফতারের পর কলকাতা পুরসভার গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলরের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০।

স্বপন সমাদ্দার কলকাতা পুরসভার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তিনি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের ২ মে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার অভিযোগে মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার নারকেলডাঙা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ এবং বুধবার স্বপন সমাদ্দারকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে খুনের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি, বেআইনি আটক, কাজে বাধা দেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা, সম্পত্তি নষ্ট করা, চুরি এবং অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন।

অভিযোগকারিণীর দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বপন সমাদ্দার। তৃণমূল কংগ্রেস তখন ক্ষমতায় থাকায় তাঁর প্রভাবের কারণে সেই সময়ে অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বর্তমানে একের পর এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনে আসছে। সেই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মহিলা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েক দিনে কলকাতা পুরসভার একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর গ্রেফতার হয়েছেন।

NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, sealed spot quotations are hereby invited from eligible Suppliers / Agencies/Companies for the supply of 20 seated capacity wooden motor boats for distribution to the Tanuram para villagers under Karbook RD. Block. The boats will be utilized for transportation of school children and ration materials.

The sealed quotations should be submitted in the tender Box kept in the Office of the Sub-Divisional magistrate, Karbook, on or before 3.00PM on 16.06.2026. The tenders will be opened on the same day at 3:30 PM in the Office chamber of the undersigned.

Sl No	Type of procurement	Quantity	Remarks
1	20-Seated Capacity Wooden Motor Boat.	02 (two) nos.	The estimatesd cost is limited to ₹ 1,80,000/- (Rupees one lakh eighty thousand) only per boat vide memo No. TNGCL/CSR/2025-26/12 dated 21.01.2026 a total amount of ₹. 3,60,000/- (Rupees three lakh sixty thousand) only has been sanctioned.

NB: The details Terms & Condition available in this office of the undersigned.
ICA/C/751/26

(P. Debbarma, TCS)
Sub-Divisional Magistrate.
Karbook, Gomati District.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are invited by the Medical Superintendent, IGM Hospital, Agartala, from the interested bidders (bonafied manufacturers/authorised distributors or suppliers), for supply of medicine for use in IGM Hospital, Agartala . Detailed information along with tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before 22/06/2026 up to 4.30 P.M. & last date of bid submission is 23/06/2026 up to 4.30 P.M. & quotation will be opened if possible & interested on 24/06/2026 at 2.30 P.M. or on next working day at 12 noon bidders may remain present at the time of bid opening session.
ICA/C 744/26

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala .

'উসকানিমূলক' মন্তব্যের অভিযোগে ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

কলকাতা, ১০ জুন (আইএএনএস): প্রাক্তন রাজ্য মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে 'অশালীন', 'মহিলাবিদ্বেষী' এবং 'উসকানিমূলক' মন্তব্য করার অভিযোগে বুধবার সল্টলেকের বিধাননগর দক্ষিণ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযোগকারী বিজেপি কর্মী সঞ্জয় পাইড়া দাবি করেছেন, প্রায় দেড় বছর আগে একাধিক সভায় ফিরহাদ হাকিম মহিলাদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কটাক্ষ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে।অভিযোগ দায়েরের পর সঞ্জয় পাইড়া বলেন, "২০২৪ সালের ৭ নভেম্বর সন্দেশখালিতে তৃণমূলের একটি সভায় তৎকালীন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম মহিলাদের সম্পত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই ঘটনার ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। সেদিনই অভিযোগ জানাতে থানায় এসেছিলাম, কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নেয়নি। আজ নতুন করে অভিযোগ দায়ের করেছি।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, ২০২৪ সালের ৩ জুলাই একটি সরকারি অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিম ধর্মীয় বিভাজনমূলক ও উসকানিমূলক মন্তব্য করেছিলেন। পাইড়ার দাবি, "তখনও আমরা থানায় অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম, কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি। আজ সেই বিষয়েও লিখিত অভিযোগ করেছি। ধর্মীয় বিভাজন ও উসকানিমূলক মন্তব্যের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হোক।"

ভারতীরাজার প্রয়াণে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা স্থগিত রাখলেন রাঘব লরেন্স

চেন্নাই, ১০ জুন (আইএএনএস): কিংবদন্তি তামিল চলচ্চিত্র পরিচালক ভারতীরাজা-র প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে নিজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বহুল প্রতীক্ষিত ঘোষণা স্থগিত রাখলেন অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সমাজসেবী রাঘব লরেন্স।

রাঘব লরেন্স এর আগে জানিয়েছিলেন যে তিনি ১১ জুন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। সেই ঘোষণাকে ঘিরে রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে বুধবার সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় তিনি জানান, প্রয়াত ভারতীরাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘোষণাটি পিছিয়ে ১২ জুন সকাল ১০টায় করা হবে।

নিজের সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে লরেন্স বলেন, ভারতীরাজার মৃত্যু শুধু তামিল চলচ্চিত্র জগতেরই নয়, গোটা দেশের সিনেমাপ্রেমীদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি জানান, এই শোক তাঁর কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং পরিবারের কোনও সদস্যকে হারানোর মতোই বেদনাদায়ক।

লরেন্স লেখেন, "ভারতীরাজা স্যারের প্রয়াণে পুরো চলচ্চিত্র জগৎ শোকাহত। এই ক্ষতি আমার কাছে পরিবারের একজন সদস্যকে হারানোর মতো। তাঁর প্রতি এবং সিনেমায় তাঁর অসামান্য অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার ঘোষণা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

ঘোষণা স্থগিত হওয়ার পর সেটিকে ঘিরে কৌতূহল আরও বেড়েছে। গত কয়েক দিন ধরে রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলে এই ঘোষণা নিয়ে জোর আলোচনা চলছিল। জল্পনা আরও তীব্র হয় যখন সোমবার এক পোস্টে রাঘব লরেন্স তিরুচি পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে ছড়িয়ে পড়া গুঞ্জনের বিষয়ে মুখ খোলেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়-র নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেত্রি কাজগম-এর প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

সেই জল্পনার প্রতিক্রিয়ায় লরেন্স জানিয়েছিলেন, এ বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে তিনি অসংখ্য ফোন ও বার্তা পাচ্ছেন। গুঞ্জন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেছেন।

তিনি বলেছিলেন, "বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যে আমি তিরুচি পূর্ব কেন্দ্রের নির্বাচনে লড়ব। বহু মানুষ এ বিষয়ে আমার কাছে জানতে চাইছেন। এই গুজব একটি সীমা অতিক্রম করেছে এবং এর ইতি টানা প্রয়োজন।"

তবে তিনি এখনও পর্যন্ত রাজনীতিতে যোগদান বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি। ফলে শুক্রবারের ঘোষণার দিকে এখন নজর রাজনৈতিক ও বিনোদন মহলের। অনেকেরই ধারণা, ওই ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর জনজীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী, জাতীয় সড়ক প্রকল্পে দ্রুত অনুমোদনের আর্জি

নয়াদিল্লি/ইম্ফল, ১০ জুন (আইএএনএস): মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং বুধবার কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করি-র সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যের জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলির অগ্রগতি এবং সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের (সিএমও) এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, নয়াদিল্লিতে গড়করির সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

বৈঠকে তিনি বিশেষভাবে ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক এবং ইম্ফল-দিমাপুর মহাসড়ক-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সমাধানে রাজ্য সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে প্রস্তাবিত এলিভেটেড হাইওয়ে প্রকল্পের দ্রুত অনুমোদনেরও আবেদন জানান। তাঁর মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শহুরে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং গোটা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

জাতীয় সড়ক-৩৭, অর্থাৎ ইম্ফল-জিরিবাম মহাসড়ক প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, নোনেই জেলা-তে জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সংশোধিত সমীক্ষার মাধ্যমে করা হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ অনুমোদন করেছে এবং প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইম্ফল-দিমাপুর মহাসড়ক প্রকল্পের বিষয়ে তিনি জানান, পার্বত্য কাংপোকপি জেলা-সংক্রান্ত জটিলতাগুলিরও নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রকল্পের গতি বাড়াতে রাজ্য মন্ত্রিসভা একটি বিশেষ প্যাকেজ অনুমোদন করেছে বলেও তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জানান।

এছাড়া ইম্ফল-উখরুল-জেসামি মহাসড়ক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা হয়।

Directorate of Skill Development
Government of Tripura

RECRUITMENT DRIVE

আগামী ১২.০৬.২০২৬ তারিখে মডেল আইটিআই (মহিলা), ইন্দ্রনগরে অনুষ্ঠিতব্য চাকরি মেলার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সমন্বয় ও সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর (*Directorate of Skill Development*), ত্রিপুরা সরকার নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে একটি আয়োজক কমিটি গঠন করেছে। বিভিন্ন দলের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপঃ

Sl. No.	Name of Employer/Agency	Job Role/ Designation	No. of Vacancies	Qualification Required	Age Criteria & Gender	Experience Required	Salary/ Stipend (Per Month)	Job Location	Fooding & Lodging
1	M/s TIRUPATI TECHNOPLAST PVT LTD	Production Trainee	30	ITI/ Diploma	18-30 Male/Female	Freshers	18,000	Pune	Yes
2	Atharva Polymers Pvt Ltd	Machine Operator	30	ITI/ Diploma	18-35 Male	Freshers	18,000	Pune	Yes
3	Progressive Motor (TATA)	Service Engineer	15	ITI/ Diploma	18-35 Male/Female	Freshers	10,000+ PF +ESI	Agartala	N/A
		Sales Excutive	30	Graduate	18-35 Male/Female		10,000+ Incentive	Agartala	
		Back office Executive	1	Graduate	18-35 Male/Female		12k+ 15k	Agartala	
4	SMC integrated facility management solutions limited	Housekeeping supervisor	25	Graduate or min 12 pass	below 35 female	Freshers	25k +	pan India	Yes
		office work	150	ITI /equivalent	below 35 Male / Female		15k to 20k+	pan India	
5	Mahamaya Private Limited.	Electrician	15	12 th/ Graduation	18-40 Male/ Female	Freshers	15 k	Agartala/Kumarghat/ Udaipur	N/A
6	Visionplus	CCE	20	12 th/ Graduation	18-40 Male/ Female	Freshers	10k	Agartala	N/A
7	Modern Infra	Junior Engineer/office Manager/ Marketing staff	7	Engineer/Iti Graduation/ Diploma	18-30 Male/ Female	Freshers	10-15k	Agartala	N/A
8	Ganapati Solar Agency	Electrician	5	12 th/ Graduation	18-40 Male/ Female	Freshers	8-10k	Agartala/South Tripura	N/A
9	The Real Dream	Technician/ Electrician	10	12 th/ Graduation	18-40 Male/ Female	Freshers	10-12k	Agartala/ Teliamura	N/A
10	Absar Private Limited.	Associate/ suparvisor/ Electrician	500	10th /12 th/ITI Graduation	18-35 Male/ Female	Freshers	20-22k	Bangalore, Hydrabad, Gujrat,Pune	Yes
11	Trishna Power soluation	Installer	2	12 th/ Graduation	18-30 Male	Freshers	8-10k	South Tripura	N/A
12	Harman International	Apprenticeship Trainee	340	BE/Diploma/ BA/B.Com/B. Sc	18-25 Year Male/ Female	Fresher	₹18,000–20,000	Chakan	Yes
13	Nipro India Corporation	Apprenticeship Trainee	185	Diploma Mechanical/Electrical	18-25 Year Male/ Female	Fresher	₹18,000	Shirwal	Yes
14	WIPRO PARI & Robotics	Apprenticeship Trainee	90	BE/Diploma/ITI/Electrician	18-25 Year Male/ Female	Fresher	₹16,500–20,000	Shirwal	Yes
15	Tata Gotion	Apprenticeship Trainee	435	ITI All Trades/ Graduate/ 10th & 12th	18-25 Year Male/ Female	Fresher	₹15,000–18,000	Wasuli Chakan	Yes
16	Prana Health Care Enablers Pvt Ltd	Caretaker, ANM,GNM nurses , GDA candidates	50	8-10 pass	18-35 Year Male/ Female	Fresher	15000 after 6 month 6 Thousand bonus	Bangaluru	Yes

*বিঃদ্রঃ
- ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের ডেট অফ বার্থের প্রমাণ পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণ পত্র, অরিজিনাল ও ফটোকপি নিয়ে আসতে হবে।
- আবেদনকারীরা এই স্ক্যানেরে স্ক্যান করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তারপর তাদের নাম নথিভুক্ত হবে।
- আগামী ১২.০৬.২০২৬ তারিখে মডেল আইটিআই (মহিলা), ইন্দ্রনগরে সকাল ১১ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হইবে।

ICA/D-322/26

For Any Queries Contact: | Directorate of Skill Development, Govt. of Tripura | skill_tripura_official_ | Skill Tripura (@TSDM_2015)

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পুরনো বাটি ফেলবেন না ঘর সাজান

ঘর সাজানোর আইডিয়া খুঁজছেন? রান্নাঘরের পুরনো বা ক্যাবিনেটে পড়ে থাকা বাটিগুলো ফেলে না দিয়ে কীভাবে ঘর সাজানোর কাজে লাগাবেন, তা নিয়ে ভাবছেন? পুরনো বাটি পুনর্ব্যবহার করে আপনার ঘরের ভোল বদলে ফেলার দারুণ ৮টি সহজ ও ইউনিক ক্রিয়েটিভ টিপস রইল এই প্রতিবেদনে, যা আপনার অন্দরমহলকে করে তুলবে আরও আকর্ষণীয় ও নান্দনিক।

কাচের কিংবা সেরামিকের পুরনো বাটিগুলো ধুলো ঝেড়ে টেবিলের ঠিক মাঝখানে জায়গা করে দেওয়ার সময় এসেছে। বাটিটি জল দিয়ে ভর্তি করে তাতে কিছু রঙিন ফুলের পাপড়ি এবং ভাসমান মোমবাতি বা ফ্লোটিং ক্যান্ডেল সাজিয়ে দিন। ডাইনিং টেবিল কিংবা ড্রয়িং রুমের সেন্ট্রাল টেবিলে এই সামান্য বদলই পুরো ঘরের আবহাওয়াকে নিমেষের মধ্যে মায়াবী ও জমকালো করে তুলবে। সেরামিক বা মেটালের তৈরি পুরনো বাটিগুলোকে অনায়াসে ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে নান্দনিক ওয়াল প্ল্যান্টার বানিয়ে ফেলা সম্ভব। এই বাটিগুলির দেওয়ালে বসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তাতে ক্যাশপ্যাক, সাকুলেন্ট কিংবা লতানো ইনডোর প্ল্যান্ট লাগিয়ে দিন। ঘরের ফাঁকা দেওয়ালকে সবুজে ভরিয়ে তুলতে এবং ভার্টিকাল স্পেসের সঠিক ব্যবহার করতে কাজে লাগাতে পারবেন নিজে হাতে তৈরি এই জিনিস। বাড়ির মূল দরজার মুখে একটি চওড়া কাঠের বা সেরামিকের বাটি সাজিয়ে রাখুন। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার সময় চাবি, ওয়ালেট, সানগ্লাস কিংবা খুচরো পয়সা রাখার জন্য এটি একটি চমৎকার ক্যাচ-অল বোল হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে দরজার চারপাশের নোংরা বা অগোছালো ভাব যেমন দূর হবে, ঠিক তেমনই ঘরের প্রবেশমুখেই একটা আভিজাত্যের ছোঁয়া ফুটে উঠবে।

পুরনো মেটাল, স্টিল বা ভারী সেরামিকের বাটি দিয়ে অন্দরমহলের জন্য আধুনিক ও স্টাইলিশ পেন্ড্যান্ট লাইট বা ঝুলন্ত আলো তৈরি করা যায়। বাটির ঠিক মাঝখানে সূক্ষ্ম ছিদ্র করে লাইটের ফিক্সচার বা হোল্ডার সেট করে নিলেই রেডি একদম অন্যরকমের একটি চমৎকার লাইটিং শেড। ঘরের দেওয়ালের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করে বাটিতে একটু নতুন রঙের প্রলেপ লাগিয়ে নিলেই এটি বসার ঘর কিংবা বারান্দার ভোল বদলে দেবে। বিভিন্ন সাইজের ও নানা রঙের কারুকার্য করা ডিজাইনার বাটিগুলোকে দেওয়ালে সুন্দর করে সাজিয়ে ইউনিক ওয়াল আর্ট বা গ্যালারি ডিসপ্লে তৈরি করা যায়। কাঠ, চিনেমাটি বা মেটালের বাটিগুলোর টেক্সচার ও প্যাটার্ন ঘরের দেওয়ালকে এক অদ্ভুত শৈল্পিক রূপ দিতে সাহায্য করে। ড্রয়িং রুম কিংবা ডাইনিং হলের একঘেয়ে দেওয়ালকে চটজলদি ট্রেন্ডি লুক দিতে এই কায়দাটি দারুণ কাজ

আকারে ছোট থেকে বড় এমন তিন- চারটি পুরনো মেটাল বা কাঠের বাটি একের পর এক সাজিয়েই সুন্দর একটি টিয়ার্ড ডিসপ্লে স্ট্যান্ড বানিয়ে নেওয়া যায়। এই স্ট্যান্ডের বিভিন্ন তাকে ছোট ছোট সুগন্ধী মোমবাতি, মরশুমি ফুল কিংবা কৃত্রিম শো-পিস সাজিয়ে ডাইনিং টেবিল বা কনসোল টেবিলের ওপর রাখা যেতে পারে। এটি যেমন দেখতে চমৎকার লাগে, তেমনই ঘরের অল্প জায়গার মধ্যে অনেক জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারবেন।

টেরাকোটা, পাথর কিংবা বড় মেটালের পুরনো গামলা বা বাটি দিয়ে বসার ঘরের জন্য ছোটখাটো একটি টেবিলটপ জলের ফোয়ারা বানিয়ে নিন। বাটির ভেতরে একটি ছোট পাম্প বসিয়ে চারপাশে কিছু রঙিন নুড়ি পাথর এবং জলজ উদ্ভিদ দিয়ে সাজিয়ে নিলেই তৈরি আপনার সাধের ফোয়ারা। জল প্রবাহের মৃদু ও মিষ্টি শব্দ ঘরের ভেতরের পরিবেশকে শান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত মানসিক প্রশান্তি এনে দেবে। ছোটো মেটাল বা সেরামিকের বাটিগুলোর সঙ্গে বাহারি পুঁতি, ছোট ঘণ্টা এবং চেন জুড়ে দিয়ে ঘরেই বানিয়ে ফেলুন নান্দনিক উইন্ড চাইম। ঘরের জানলার পাশে কিংবা বারান্দার সিলিংয়ে এটি ঝুলিয়ে দিলে হালকা হাওয়াতেই তৈরি হবে মিষ্টি এক টুংটাং সুর।

পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া ঝিঙে-পনিরের রেসিপি

গরমের দিনে সুস্থ থাকতে নীনা গুপ্তার স্পেশাল রেসিপি একবার বানিয়ে দেখতেই পারেন। পেঁয়াজ ও রসুন ছাড়া তৈরি এই ঝিঙে-পনিরের তরকারি যেমন সুস্বাদু, তেমনই তা হজমশক্তির পক্ষে দারুণ উপকারী।

আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে শরীরের পাশাপাশি হজমশক্তির ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেলে অম্বল, গ্যাস বা পেটফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এই মরসুমে অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা অনুগামীদের জন্য নিয়ে এসেছেন এক দারুণ স্বাস্থ্যকর রেসিপি। নিজের বাড়িতে প্রায়ই পেঁয়াজ ও রসুন ছাড়া ঝিঙে-পনিরের এই তরকারি রাঁধেন প্রবীণ অভিনেত্রী। গরমের দিনে শরীরকে সুস্থ রাখতে নিজেই এই রান্নার প্রণালী শিখিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই পদটি বানাতে প্রয়োজন দু-কাপ ঝিঙে, এক কাপ পনির, আধ কাপ টমেটো এবং দু-টেবিল চামচ ঘি। ফোড়নের জন্য লাগবে গোটা জিরে, শুকনোলঙ্কা, লঙ্কাগুঁড়ো, আদাবাটা, হলুদগুঁড়ো এবং পরিমাণমতো নুন। ঘরোয়া ও সহজলভ্য এই সব উপকরণ দিয়েই চটজলদি বানিয়ে নেওয়া যায় সুস্বাদু এই নিরামিষ তরকারি।

রান্নার শুরুতে কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে গোটা জিরে এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিতে হবে। এরপর আদা বাটা ও টমেটোর টুকরোগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এই ধরনের হালকা খাবার তৈরিতে খুব বেশি ভারী মশলার ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন পড়ে না। মশলা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে কেটে রাখা ঝিঙের টুকরোগুলো কড়াইয়ের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। তারপর স্বাদমতো নুন ও সামান্য হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে সবজিগুলো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই দেখা যাবে ঝিঙে থেকে নিজস্ব জল বেরোতে শুরু করে দিয়েছে।

ঝিঙে থেকে জল বেরোতে থাকলে উনুনের আঁচ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে গ্রেভি বা ঝোলটি ঘন করে নিতে হবে। রান্নার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে আগে থেকে কেটে রাখা পনিরের টুকরোগুলো কড়াইয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। পনির দেওয়ার পর হালকা হাতে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে রান্নাটি ফুটিয়ে নিতে হবে।

পনিরের সঙ্গে মশলা ভালোভাবে মিশে গেলে কিছুক্ষণ পর গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে নিতে হবে। দুপুরের গরম ভাতে কিংবা রাতের নরম রুটির সঙ্গে এই পদটি আপনার বন জিতে নেবে। অল্প সময়ে তৈরি এই খাবারটি যেমন সুস্বাদু, তেমনই এই তীব্র গরমে শরীরের পক্ষে অত্যন্ত আরামদায়ক। ঝিঙেতে ক্যালোরি কম থাকলেও জলের পরিমাণ অনেক বেশি থাকায় তা শরীরকে সর্বদা আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। অন্যদিকে পনির নিরামিষভোজীদের শরীরে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করতে দারুণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। পুষ্টিবিদদের মতে, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি এটি শরীরের পুষ্টির জোগান দেয়।

আলিঙ্গনে ভালোবাসার মোহ জেগে ওঠে !

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

আলিঙ্গন বড়ই মধুর শব্দ না ! মনের মানুষ তথা প্রিয়জনকে জড়িয়ে আঁকড়ে ধরে বাঁচার নামই বলা চলে একপ্রকার আলিঙ্গন। তা সে আলিঙ্গন প্রেমিক-প্রেমিকার হোক বা কপোত কপোতীর। অন্যথা প্রিয়জন তথা বাবা-মা বা অন্য কেউ কাছের মানুষও হতে পারে। প্রেমের সঙ্গে কাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রেম হলে কাম হবে কাম হলে প্রেম হবে না। প্রেম হলেই হাতের উপর হাত রাখা দুজনে, একটু নিবিড়ে একসঙ্গে পথ চলা। একটু বুদ্ধদেব গুহর জলে জঙ্গলে। একটু আলতো ছোঁয়া আর সোহাগী আলিঙ্গন। প্রেম বড়ই মধুর, চৈতন্য যুগ থেকে শুরু করে রাধা কৃষ্ণ থেকে কলির কেষ্ট, সকলেই রাসলীলায় মজে যায়। যমুনা নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণ হাজারও এক গোপিনীর সঙ্গে রাসলীলায় মেতেছেন। প্রেম- বিরহ অভিসার আলিঙ্গন সান্নিধ্য সবই এক একটি প্রক্রিয়া বলা চলে। প্রেমে কখনো মানুষ আঘাত খায়, মনে পড়ে যায়, শঙ্খ ঘোষের হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়। সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়। প্রেম অন্যদিকে মিলনেরও সুমধুর পথ রচনা করে। প্রেমের আলিঙ্গন সৃষ্টির বীজ বপন করে। আলিঙ্গনে ভালোবাসার মোহ জেগে ওঠে, সেই মোহতে ডুবলে পড়ে পাই না তীরই খুঁজে। পিরিত বড় জ্বালা, তা সে যে কোন বয়সই হোক না কেন। প্রেম যেকোন সময়ই দরজার ফাঁক দিয়ে চলে আসতে পারে। বর্তমান যুগের ভাষায়, এক্সট্রা ম্যারেজ অ্যাফেয়ার্স তথা পরকীয়া। যদিও পরকীয়াকে জানতে গেলে আগে স্বকীয়তাকে জানতে হবে। নচেৎ আলিঙ্গন আলিঙ্গনেই সীমাবদ্ধ থাকবে !

গর্ভবতী মহিলাদের কেন আম খাওয়া উচিত না

আমের অপকারিতা বা এর পার্শপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গরমের মরসুমে জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। রসালো ও সুস্বাদু এই ফল সবার শরীরের জন্য সমান উপকারী নাও হতে পারে। ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি কিংবা কিডনির সমস্যায় ভুগলে আম খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত, না হলে বাড়তে পারে শারীরিক অস্বস্তি।

গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যেই বাঙালির পাতে আমের আগমন এক অনাবিল আনন্দ নিয়ে আসে। ছোট থেকে বড় সবারই অত্যন্ত প্রিয় এই রসালো এবং সুস্বাদু ফলের মিষ্টি সুবাসে চারদিক মজে থাকে। তবে আম শুধু রসনাতৃপ্তিই ঘটায় না, পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ফল কিছু মানুষের শরীরের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

আমে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে। চিকিৎসকদের মতে ডায়াবেটিস রোগীদের আম খাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। এই ধরনের রোগীদের রক্তে গ্লুকোজের ভারসাম্য বজায় রাখতে আম সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে অত্যন্ত পরিমিত পরিমাণে খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অনেকেরই আম খাওয়ার পর শরীরে নানা ধরনের অস্বস্তিকর অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। আমের খোসা, বীজ কিংবা শাঁস মুখে দেওয়ার পর যদি চুলকানি, লালচে দাগ, ফুসকুড়ি কিংবা শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে অবিলম্বে এই ফল খাওয়া বন্ধ করা উচিত। চিকিৎসকদের মতে, এই ধরনের সংবেদনশীলতা থাকলে আমের আমেজ উপভোগ করার চেয়ে নিজের শরীরের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আমে পুষ্টিগুণের পাশাপাশি উচ্চ মাত্রায় ক্যালোরি থাকে, যা অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে শরীরের ওজন অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর ডায়েট মেনে ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের জন্য আম কিন্তু লক্ষ্য পূরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে যাঁরা পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন এবং নিজেদের ওজন বাড়াতে চান, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পরিমিত পরিমাণে এই ফল ডায়েটে রাখতে পারেন।

কিডনির গুরুতর সমস্যায় ভুগছেন এমন মানুষদের জন্য আম খাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত। আমে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা অসুস্থ বা দুর্বল কিডনির ওপর অতিরিক্ত এবং ক্ষতিকর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলে তা হৃদযন্ত্রের জন্যও বিপজ্জনক হতে পারে, তাই কিডনি রোগীরা আম খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নেবেন।

যাঁদের নিয়মিত গ্যাস, অম্বল বা পেটের অন্যান্য ক্রনিক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের আম খাওয়ার আগে দু'বার ভাবা উচিত। আম খাওয়ার ফলে অনেকেরই পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা কিংবা তীব্র অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষ করে আলসারের রোগীদের ক্ষেত্রে এই রসালো ফলের অতিরিক্ত অম্লতা ও মিষ্টি উপাদান হজমপ্রক্রিয়ায় বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটাতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আম অত্যন্ত পুষ্টিকর হলেও বাজারে কৃত্রিম উপায়ে পাকানো আম তাঁদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। ক্যালসিয়াম কার্বাইড বা অন্যান্য রাসায়নিক দিয়ে পাকানো আম খেলে হবু মা ও গর্ভস্থ সন্তানের শারীরিক ও মানসিক নানা জটিলতা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এই বিশেষ সময়ে কেবল গাছপাকা এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে পেকে যাওয়া আম বেছে নিয়ে খাওয়া উচিত।

আম যতই লোভনীয় এবং জিভে জল আনা ফল হোক না কেন, নিজের শারীরিক সুস্থতার চেয়ে বড় আর কিছুই হতে পারে না। যদি আপনার শরীরে উপরে উল্লিখিত কোনও সমস্যা বা ক্রনিক ব্যাধি থেকে থাকে, তবে আমের মরসুমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই শ্রেয়। শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রেখে আমের স্বাদ উপভোগ করতে চাইলে অবশ্যই আগে নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে পরিমাণ ঠিক করে নিন।

বর্ষাকালীন ফুল গাছ মানেই অপরূপ

বর্ষাকালীন ফুল গাছ মানেই বৃষ্টির জলে ভিজে সতেজ হয়ে অপরূপ পরিবেশ তৈরি করে। এমন ৬টি মন ভালো করা গাছের সন্ধান রইল, যা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় অনায়াসেই বেড়ে ওঠে এবং ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেয় ছাদ বা বারান্দা।

অতিরিক্ত বৃষ্টির জলে অনেক শখের গাছ পচে নষ্ট হয়ে গেলেও এমন কিছু ফুল রয়েছে যারা বর্ষায় একেবারে ডানা মেলে বাঁচে। একটু বুঝেশুনে সঠিক চারা বেছে নিতে পারলে এই মরশুমে ছাদ বা বারান্দার বাগান হয়ে উঠবে এক টুকরো রঙিন ক্যানভাস। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় লাল, গোলাপি বা হলুদ রঙের জবা সবচেয়ে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকায় এই সময়ে জবা গাছে প্রচুর পরিমাণে কুঁড়ি আসে এবং খুব একটা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। বাগানের বেড়া বা পাঁচিলের ধারে এই গাছ লাগালে মেঘলা দিনেও পুরো বাগান একেবারে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খরা সহ্য করতে পারলেও বৃষ্টির জল পেলে কাগজের মতো পাতাবাহারি বাগানবিলাস বা বোগেনভিলিয়া নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। ম্যাজেন্টা, বেগুনি, কমলা বা সাদা রঙের এই ফুল ফোটার জন্য বৃষ্টির জলের সঙ্গে পর্যাপ্ত রোদেরও খুব দরকার হয়। জল আর রোদের সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকলে এই গাছটি বাগানের সৌন্দর্য কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

বৃষ্টির দিনে মিষ্টি সুবাস ছড়াতে কামিনী ফুলের জুড়ি মেলা ভার এবং এই গাছে সতেজতা দারুণভাবে বজায় থাকে। থোকা থোকা সাদা

ফুল বাগানের পাশাপাশি মনকেও এক লহমায় শান্ত করে দেয়। গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে সেই ব্যবস্থা রাখলে সামান্য অম্লজাতীয় মাটিতে কামিনী তরতর করে বাড়ে। ছোট ছোট ফুলের থোকা নিয়ে রঙ্গন গাছ বর্ষার প্রকৃতির সঙ্গে দারুণ মানানসই একটি বিকল্প। লাল, কমলা, গোলাপি বা হলুদ রঙের এই ফুল বৃষ্টির দিনে বাগানের শোভা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। মেঘলা দিনে হালকা রোদ এবং জল-নিকাশি ব্যবস্থা ভালো আছে এমন মাটিতে রঙ্গন গাছ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

বর্ষার কথা হবে আর পদ্ম ফুলের নাম আসবে না তা কখনও হয় না। পুকুর বা জলাশয়ে জলের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জলজ ফুল আরও সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়। বাড়িতে বড় কোনও মাটির পাত্র বা চৌবাচ্চা থাকলে এই আদর্শ পরিবেশে খুব সহজেই পদ্ম চাষ করা সম্ভব। যেকোনও পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে গাঁদা গাছের। উজ্জ্বল হলুদ আর কমলা গাঁদা বর্ষার মেঘলা দিনেও বাগানে এক আলাদা জেল্লা এনে দেয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে গাছের গোড়ায় বেশি জল জমলে শিকড় পচে যেতে পারে, তাই মাঝারি বৃষ্টিতেই গাঁদা সবচেয়ে ভালো থাকে।

বাগান করা একটি দারুণ শখ এবং বর্ষাকাল সেই শখ পূরণের অন্যতম সেরা সময়। শুধুমাত্র গাছের গোড়ায় যাতে কোনও অবস্থাতেই জল না জমে সেদিকে একটু কড়া নজর রাখলেই হল। আজই নার্সারি থেকে পছন্দের চারাটি নিয়ে এসে নিজের হাতে সাজিয়ে তুলুন মন ভালো করা এক টুকরো সবুজ প্রাঙ্গণ।

বৃক্ষ তোমাকে প্রণাম

রতন দাস

একটি বৃক্ষ সে বিশ্ব
একটি বৃক্ষ সে নিঃস্ব,
একটি বৃক্ষ সে জননী
যে বিলায় নিজের সর্বস্ব।

একটি বৃক্ষ পাখিদের ঘর
একটি বৃক্ষ পৃথিবীর বর,
একটি বৃক্ষ প্রাণের স্পন্দন
তবুও মানুষের পর।

একটি বৃক্ষ আনে বৃষ্টি
একটি বৃক্ষ বাঁচায় সৃষ্টি,
একটি বৃক্ষ বেঁচে মরে
জীবের শ্বসন-দহন,পুষ্টি।

একটি বৃক্ষ রাখে দেশ
একটি বৃক্ষ পরিবেশ,
একটি বৃক্ষ মোদের
প্রাণের বায়ু
হতে দেয়না শেষ।

একটি বৃক্ষ আনে সুখ
একটি বৃক্ষ ভরায় বুক,
একটি বৃক্ষ গড়ে সবুজ বিশ্ব
ঘুচায় উষ্ণতার শোক।

একটি বৃক্ষ মোদের প্রাণ
এই হোক,শ্রেষ্ঠতম স্লোগান,
যার আশিসে হাসে বসুন্ধরা
সে সর্বশক্তিমান,তাকে
শতকোটি প্রণাম।

৭ দিন একটানা অ্যালোভেরা মাখলে ত্বক কী কী হয়

রূপচর্চার দুনিয়ায় অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী এক পরিচিত নাম। ঠাকুমা-দিদিমাদের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক স্কিনকেয়ার রুটিন সব জায়গাতেই এই প্রাকৃতিক উপাদানের জয়জয়কার। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, মাত্র এক সপ্তাহ বা টানা ৭ দিন যদি নিয়ম করে ত্বকে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা যায়, তবে ত্বকের ঠিক কী কী পরিবর্তন হতে পারে?

রূপচর্চার দুনিয়ায় অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী এক পরিচিত নাম। ঠাকুমা-দিদিমাদের আমল থেকে শুরু করে আধুনিক স্কিনকেয়ার রুটিন সব জায়গাতেই এই প্রাকৃতিক উপাদানের জয়জয়কার। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, মাত্র এক সপ্তাহ বা টানা ৭ দিন যদি নিয়ম করে ত্বকে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করা যায়, তবে ত্বকের ঠিক কী কী পরিবর্তন হতে পারে? ত্বক বিশেষজ্ঞদের মতে, ৭ দিন একটানা অ্যালোভেরা ব্যবহার করলে ত্বকে বেশ কিছু দৃশ্যমান ও ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই ম্যাজিক।

টানা ব্যবহারের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যালোভেরার কার্যকারিতা টের পাওয়া যায়। অ্যালোভেরা জেলে প্রায় ৯৯ শতাংশ জলীয় উপাদান থাকে, যা ত্বকের গভীরে গিয়ে আর্দ্রতা জোগায়।

প্রথম দুই-তিন দিন ব্যবহারের পর শুষ্ক ও নিস্তেজ ত্বক অনেক বেশি নরম এবং সতেজ দেখায়। এটি ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

যদি রোদে ঘুরে ত্বকে ট্যান বা লালচে ভাব তৈরি হয়ে থাকে, তবে প্রথম ৩ দিনেই অ্যালোভেরার 'কুলিং এফেক্ট' বা শীতলতা সেই জ্বালাপোড়া ভাব কমিয়ে ত্বককে শান্ত করে।

যাঁদের ত্বকে ব্রণ বা ফুসকুড়ির সমস্যা রয়েছে, চতুর্থ বা পঞ্চম দিনের মাথায় তাঁরা বড়সড় পরিবর্তন লক্ষ করবেন। অ্যালোভেরায় রয়েছে 'স্যালিসিলিক অ্যাসিড' এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান। এটি ত্বকের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নতুন করে ব্রণ হওয়া আটকে দেয়। এর ফলে ব্রণের ফোলা ভাব এবং লালচে ভাব অনেকটাই কমে আসে।

একটানা ৫ দিন ব্যবহারের ফলে ত্বকের সিবাম (অতিরিক্ত তেল) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে আসে, যার ফলে লোমকূপ বা পোরস সংকুচিত হতে শুরু করে এবং ত্বক অনেক বেশি মসৃণ দেখায়।

টানা এক সপ্তাহ বা সপ্তম দিনে এসে অ্যালোভেরা ত্বকের ভেতরের কোলাজেন উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে ত্বকের ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

অ্যালোভেরায় থাকা 'অ্যালোশিন' নামক উপাদান ত্বকের মেলানিন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে মাত্র ৭ দিনেই মুখের পুরোনো ব্রণের দাগ বা কালচে ছোপ হালকা হতে শুরু করে।

এক সপ্তাহের নিয়মিত যত্নে ত্বক ভেতর থেকে পুষ্টি পায়, যার ফলে কোনও মেকআপ ছাড়াই ত্বকে একটি সুস্থ, স্বাভাবিক এবং সতেজ দীপ্তি বা গ্লো ফুটে ওঠে।

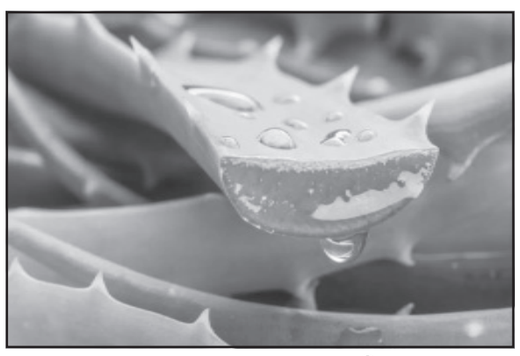

অ্যালোভেরা ত্বকের জন্য অমৃত হলেও, সরাসরি গাছ থেকে পাতা কেটে জেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। পাতা কাটার পর যে হলুদ রঙের তরল (ল্যাটেক্স) বের হয়, তা ত্বকে চুলকানি বা অ্যালার্জির সৃষ্টি করতে পারে। তাই পাতাটি কাটার পর কিছুক্ষণ খাড়া করে রেখে হলুদ রসটি বের করে ফেলে দিতে হবে এবং ভালো করে ধুয়ে ভেতরের স্বচ্ছ জেলটি ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া যাঁদের ত্বক অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাঁরা মুখে লাগানোর আগে অবশ্যই হাতে বা কানের লতির পেছনে 'প্যাচ টেস্ট' করে নেবেন।

বুধবার আগরতলায় রামপ্রসাদ পাল সেলাই মেশিন প্রদান করেন।

ছয় মাসের জন্য মন্ত্রী-আমলা-জনপ্রতিনিধিদের বিদেশ সফরে স্থগিতাদেশ, ব্যয় সংযমে কড়া পদক্ষেপ মেঘালয় সরকারের

শিলং, ১০ জুন (আইএএনএস): সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল মেঘালয় সরকার। আগামী ছয় মাসের জন্য সরকারি অর্থে মন্ত্রী, বিধায়ক এবং সরকারি আধিকারিকদের সব বিদেশ সফর স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বুধবার জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তারা।

সরকারি সূত্রের দাবি, বৃহত্তর জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপের প্রেক্ষাপটে দেশের বিভিন্ন রাজ্য সরকার যখন আর্থিক সংযমের নীতি গ্রহণ করছে, তখন মেঘালয় সরকারও ব্যয় যৌক্তিকীকরণ এবং মিতব্যয়িতার পথে হাঁটছে।

কর্মকর্তাদের মতে, জনসাধারণের অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন দফতরের প্রায় ৬৩ থেকে ৬৮ জন প্রতিনিধি ও আধিকারিকের অংশগ্রহণে প্রস্তাবিত আটটি বিদেশ সফর, স্টাডি ট্যুর এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া কর্মসূচিগুলির মধ্যে ছিল প্রশাসনিক সংস্কার, পশুপালন উন্নয়ন, জলবায়ু-সহনশীল জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়ন সফর। এই সফরগুলির জন্য যুক্তরাজ্য, ডেনমার্ক, আমেরিকা, জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম এবং আর্জেন্টিনার মতো দেশগুলিতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সরকারি কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেছেন, এই সিদ্ধান্তকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বা জ্ঞান-বিনিময় থেকে সরে আসা হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটি কেবলমাত্র সরকারি ব্যয় বহনকারী বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে সাময়িক স্থগিতাদেশ। তাঁদের বক্তব্য, বিদেশ সফর স্থগিত থাকলেও ভার্চুয়াল বৈঠক, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং অন্যান্য সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কাজ অব্যাহত থাকবে। রাজ্য সরকারের মতে, চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির উপর কোনও প্রভাব না ফেলেই আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করাই এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য। তবে সরকার জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে বা বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেই ধরনের সফর বিবেচনা করা হবে। মেঘালয় সরকার জানিয়েছে, দায়িত্বশীল আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে উন্নয়নমূলক অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেই ভবিষ্যতেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ খোঁজা হবে।

মীনাক্ষী নটরাজনের রাজ্যসভা মনোনয়ন বাতিল ঘিরে বিতর্ক, তেলঙ্গানার মামলাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা

নয়াদিল্লি/হায়দরাবাদ, ১০ জুন (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে তেলঙ্গানার একটি আদালতে বিচারাধীন বলে দাবি করা একটি মামলা, যার উল্লেখ তাঁর মনোনয়নপত্রের হলফনামায় করা হয়নি বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, তেলঙ্গানা কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) নেত্রী মীনাক্ষী নটরাজনের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের চতুর্থ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ওই মামলায় তাঁকে চতুর্থ প্রতিপক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং ২০২৫ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হয়ে জবাব দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অভিযোগকারী এ. শ্রীলতা, যিনি একসময় গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের (জিএইচএমসি) কাউন্সিলর ছিলেন, অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস নেতা কুম্ভম শিবকুমার রেড্ডি ও তাঁর সমর্থকদের কাছ থেকে তিনি প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন। তাঁর দাবি, বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও মীনাক্ষী নটরাজন-সহ সাতজন কংগ্রেস নেতা কোনও পদক্ষেপ নেননি।

আদালতের নির্দেশের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের ২৮ মে একটি এফআইআরও নথিভুক্ত হয়। তবে কংগ্রেস সূত্রের দাবি, ২০২২ সালে দায়ের করা প্রথম পুলিশ অভিযোগে মীনাক্ষী নটরাজনের নাম ছিল না। পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাবে সেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। পরবর্তীতে হায়দরাবাদ ও বেঙ্গালুরুতে দায়ের হওয়া ব্যক্তিগত অভিযোগগুলিও খারিজ হয়ে যায়।

মধ্যপ্রদেশের রিটার্নিং অফিসার, যিনি মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়ন বাতিল করেন, বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ ছিল, তেলঙ্গানার একটি আদালতে বিচারাধীন মামলার তথ্য নটরাজন তাঁর হলফনামায় গোপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে কৈলাশ বিজয়বর্গীয়র মন্তব্য যে তাঁরা তেলঙ্গানার এক কংগ্রেস নেতার কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট নথি পেয়েছেন, তা নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) সরাসরি তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. রেবন্ত রেড্ডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বিআরএস নেতা কৃষাঙ্ক মানে প্রশ্ন তোলেন, "মধ্যপ্রদেশ বিজেপির কাছে এই তথ্য পৌঁছাল কীভাবে? তেলঙ্গানার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনও ভূমিকা রয়েছে কি?"

তাঁর দাবি, মীনাক্ষী নটরাজন মুসি নদী সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প, খাম্মামে বাড়িঘর ভাঙা এবং হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বনভূমি উচ্ছেদের মতো বিভিন্ন বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন বলেই তাঁকে রাজনৈতিকভাবে নিশানা করা হচ্ছে।

এদিকে, মনোনয়ন বাতিলের ঘটনায় নির্বাচন কমিশন ও রিটার্নিং অফিসারদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। নটরাজন অভিযোগ করেছেন, এটি শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা নিয়েও উদ্বেগের বিষয়।

অন্যদিকে বিজেপির দাবি, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলার তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। সেই তথ্য গোপন করাতেই মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

পুরনো মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়েও নতুন বিতর্ক রাজ্যসভা মনোনয়ন বিতর্কের আবহে মীনাক্ষী নটরাজনের অতীতের একটি বিতর্কিত প্রস্তাবও ফের আলোচনায় উঠে এসেছে। ২০১২ সালে লোকসভার সদস্য থাকাকালীন তিনি একটি ব্যক্তিগত বিলের খসড়া তৈরি করেছিলেন, যা সংবাদমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিল বলে সমালোচকদের অভিযোগ।

'প্রিন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রনিক মিডিয়া স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড রেগুলেশন বিল' নামে পরিচিত ওই প্রস্তাবে একটি সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের কথা বলা হয়েছিল। সমালোচকদের দাবি, প্রস্তাবিত সংস্থার হাতে সংবাদমাধ্যমের সম্প্রচার স্থগিত করা, লাইসেন্স বাতিল করা এবং জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে সংবাদ প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা জারির মতো ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। সে সময় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের অভিযোগে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বও দ্রুত ওই প্রস্তাব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেয় এবং জানিয়ে দেয় যে এটি দলের সরকারি অবস্থান নয়। পরবর্তীতে মীনাক্ষী নটরাজন নিজেও স্পষ্ট করেন যে এটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামত ছিল এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। শেষ পর্যন্ত বিলটি লোকসভায় পেশই করা হয়নি। বর্তমান রাজ্যসভা মনোনয়ন বিতর্কের আবহে সেই ঘটনাও নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে।

বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগ: শুভমের অর্ধশতরান ও বোলারদের দাপটে মুর্শিদাবাদকে হারাল রাঢ় টাইগার্স

কলকাতা, ১০ জুন (আইএএনএস): শুভম দে সিনিয়রের দুরন্ত অর্ধশতরান এবং বোলারদের নিয়ন্ত্রিত পারফরম্যান্সে ভর করে বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগের তৃতীয় মরসুমে মুর্শিদাবাদ কিংসকে ৫৯ রানে (ডিএলএস পদ্ধতিতে) হারাল শ্রাচি রাঢ় টাইগার্স। বুধবার কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্যাট ও বলদুই বিভাগেই আধিপত্য দেখায় রাঢ় টাইগার্স।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান তোলে রাঢ় টাইগার্স। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন শুভম দে সিনিয়র। তিনি ৪০ বলের ইনিংসে দলের বড় রানের ভিত গড়ে দেন।

তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দেন সুমিত নাগ (২২ বলে ৩৭), গৌরব সিং চৌহান (১৯ বলে ৩৪) এবং সুমন্ত গুপ্ত (১৮ বলে ২৭)। শেষের দিকে দ্রুত রান তুলে প্রতিপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্য দাঁড় করায় রাঢ় টাইগার্স।

মুর্শিদাবাদ কিংসের বোলারদের মধ্যে সক্ষম চৌধুরী ২ উইকেট নিয়ে ৪২ রান দেন। নুরউদ্দিন মণ্ডলও ২ উইকেট শিকার করেন ২৫ রানের বিনিময়ে।

১৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে মুর্শিদাবাদ কিংস। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকায় তারা কখনও ম্যাচে ফিরতে পারেনি। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪৭ রান করেন অভিষেক রমন।

তবে রাঢ় টাইগার্সের বোলিং আক্রমণের সামনে মুর্শিদাবাদের ব্যাটাররা কার্যত অসহায় হয়ে পড়েন। রোহিত কুমার মাত্র ৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। এছাড়া রাহুল প্রসাদ ২৬ রানে ৩ উইকেট এবং শাহবাজ আহমেদ ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মুর্শিদাবাদ কিংস যখন ১৫.৫ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২১ রানে পৌঁছেছে, ঠিক তখনই বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরে আর খেলা সম্ভব না হওয়ায় ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন (ডিএলএস) পদ্ধতিতে ৫৯ রানে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় রাঢ় টাইগার্সকে।

উল্লেখ্য, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত বেঙ্গল টি-টোয়েন্টি লিগের তৃতীয় মরসুমে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রতিযোগিতা চলছে। পুরুষদের ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে এবং মহিলাদের ম্যাচ জেইউ সল্টলেক ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের হামলার অভিযোগে থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপি নেতার

কলকাতা, ১০ জুন (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী-এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। বুধবার অভিজিৎ দাস দাবি করেন, ২০১৮ সালে তাঁর উপর হওয়া এক হামলার ঘটনায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে পরিচিত মুখ অভিজিৎ দাস ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ডায়মন্ড হারবারের কপাঠাট মোড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর নির্দেশে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। অভিজিৎ দাসের দাবি, ওই হামলায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং তিনি ঘটনাস্থলেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনি জানান, সেই সময় তাঁকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসেননি। পরে তিনি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সেনার এমআই-১৭ হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল, নিহত সকল আরোহী

ইসলামাবাদ, ১০ জুন (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) মুজাফফরাবাদ শহরের কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিমান শাখার একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বুধবার ভেঙে পড়েছে। উড্ডয়নের সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তান সেনার জনসংযোগ শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হেলিকপ্টারটিতে থাকা সকল সেনাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকারী ও তল্লাশি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

আইএসপিআর জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখতে একটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক ত্রুটিকেই দুর্ঘটনার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসেও পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিট-বালতিস্তানের (পিওজিবি) দিয়ামের জেলায় একটি পাকিস্তানি সেনা এমআই-১৭ হেলিকপ্টার যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ভেঙে পড়ে। সেই দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারে থাকা পাঁচজন ক্রু সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল। তৎকালীন আইএসপিআর বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, নিয়মিত প্রশিক্ষণমূলক উড়ানের সময় হেলিকপ্টারটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এবং তা থাকদাস ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে হুডোর গ্রামের কাছে ভেঙে পড়ে।

এছাড়া ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে খাইবার পাখতুনখোয়া সরকারের একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার বন্যাত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার পথে মোহমান্দ জেলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেটি ভেঙে পড়ে এবং পাঁচজন ক্রু সদস্যের মৃত্যু হয়।

এরও আগে ২০২২ সালে বেলুচিস্তানের লাসবেলা জেলায় পাকিস্তান সেনার একটি নিখোঁজ হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছিল। ওই দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারে থাকা ছয়জন সেনা কর্মকর্তা ও জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল।

সাম্প্রতিক এই দুর্ঘটনা পাকিস্তান সেনার বিমান শাখায় বারবার ঘটে চলা হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

রাহুল গান্ধীর 'ভগবান রাম' মন্তব্য ঘিরে নতুন করে শুনানির নির্দেশ বারাণসী আদালতের

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ভগবান রামকে নিয়ে করা কথিত মন্তব্যের জেরে দায়ের হওয়া মামলায় নতুন মোড়। বারাণসীর বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালত বুধবার তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি পদক্ষেপের দাবিতে করা অভিযোগ পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে।

অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (এমপি-এমএলএ) যজুভেন্দ্র বিক্রম সিং আইনজীবী হরিশঙ্কর পাণ্ডের দায়ের করা ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা (ক্রিমিনাল রিভিশন) আবেদন মঞ্জুর করেন। একই সঙ্গে অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের (এসিজেএম) আগের নির্দেশ খারিজ করে দেন, যেখানে অভিযোগটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে খারিজ করা হয়েছিল।

আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযোগকারীকে শুনানির সুযোগ না দিয়েই ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি খারিজ করেছিলেন। তাই বিষয়টি আইন অনুযায়ী নতুন করে বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

বিশেষ আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে মন্তব্যের অভিযোগ আনা হয়েছে, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয়েছিল, সংসদের ভেতরে নয়। ফলে বিষয়টি ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) অনুযায়ী যথাযথ বিচারিক বিবেচনার দাবি রাখে।

অভিযোগকারী হরিশঙ্কর পাণ্ডে এসিজেএম আদালতের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যেখানে বলা হয়েছিল যে লোকসভার সদস্য এবং বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার অনুমোদন প্রয়োজন।

পাণ্ডের অভিযোগ, ২০২৫ সালের ২১ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে অবস্থিত ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাসভায় রাহুল গান্ধী ভগবান রামকে "পৌরাণিক এবং কাল্পনিক চরিত্র" বলে উল্লেখ করেছিলেন।

তাঁর দাবি, এই মন্তব্য ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৯৬, ৩৫১ এবং ৩৫৩ ধারার আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে পড়ে। অভিযোগকারীর মতে, এই মন্তব্য সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে এবং সামাজিক বিভেদ উসকে দেওয়ার সামিল।

বিশেষ আদালত পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে এসিজেএমের আগের নির্দেশ বাতিল করেছে এবং অভিযোগটি আইন অনুযায়ী নতুন করে শুনানির নির্দেশ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৭ মে এসিজেএম আদালত অভিযোগটি খারিজ করে জানিয়েছিল যে লোকসভার স্পিকারের অনুমোদন ছাড়া কোনও বর্তমান সাংসদের বিরুদ্ধে এ ধরনের মামলা গ্রহণযোগ্য নয়।

সেই নির্দেশের পর অভিযোগকারী হরিশঙ্কর পাণ্ডে জানিয়েছিলেন যে তিনি উচ্চতর আদালতের দ্বারস্থ হবেন এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহের উদ্যোগ নেবেন। মূল অভিযোগপত্রে কেবল রাহুল গান্ধী নন, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সংগঠনকেও (এআইসিসি) পক্ষভুক্ত করা হয়েছিল। অভিযোগকারীর দাবি, দলের শীর্ষ নেতার কথিত মন্তব্যের দায় থেকে কংগ্রেসও নিজেদের সম্পূর্ণভাবে আলাদা করতে পারে না।

পিওকে-তে দমনপীড়ন পাকিস্তানজুড়ে অস্থিরতার আগুন ছড়াতে পারে, দাবি ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রের

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (আইএএনএস): পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে)-এ চলমান বিক্ষোভ দমনে পাকিস্তানি প্রশাসনের কঠোর অবস্থান শেষ পর্যন্ত গোটা পাকিস্তানজুড়ে অস্থিরতার জন্ম দিতে পারে বলে মনে করছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। তাদের দাবি, পিওকে-তে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করে ইসলামাবাদ এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করছে, যা ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

গোয়েন্দা সূত্রের মতে, পাকিস্তান সরকার নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষোভ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী সংগঠন জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)-র দাবি, ইতিমধ্যে ৪৫০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে এবং ২০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এক সরকারি সূত্রের দাবি, বর্তমানে পিওকে-র সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন। বহু এলাকায় খাদ্য ও পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি নীলম ভ্যালি, মিরপুর, পুঞ্চ, রাওয়ালকোট এবং মুজাফরাবাদ-সহ একাধিক অঞ্চলে মোবাইল পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা মহলের এক আধিকারিকের মতে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও আন্দোলনের প্রভাব দ্রুত পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানি দূতাবাস ও মিশনের সামনে বিক্ষোভের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সমর্থনে প্রচার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর মতে, আন্দোলন দমনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্তরে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে বিভিন্ন সূত্রে ইঙ্গিত মিলছে।

সূত্রের দাবি, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র দফতর জেএএসি-র চার গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে গ্রেপ্তারের তথ্য দিলে ১০ লক্ষ পাকিস্তানি রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছে। একইসঙ্গে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকটের প্রসঙ্গ তুলে ওই আধিকারিক বলেন, বাজেট প্রক্রিয়া নানা জটিলতার মুখে পড়লেও সরকার এই ধরনের পুরস্কার ঘোষণায় পিছপা হচ্ছে না। আরও এক আধিকারিকের মতে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে একদিকে বলপ্রয়োগ করা হচ্ছে, অন্যদিকে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়েরের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের বক্তৃতা, ইলেকট্রনিক যোগাযোগ এবং লেখালেখি খতিয়ে দেখে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, আন্দোলনের অন্যতম মুখ শওকত নওয়াজ মীর এবং খাজা মেহরান আরশাদকে বিশেষভাবে নিশানা করা হয়েছে। মুজাফরাবাদের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশকে মীরের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তান বিষয়ক পর্যবেক্ষকদের মতে, পিওকে-তে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ জমছিল। কয়েক মাস আগে সরকার ও জেএএসি-র মধ্যে আলোচনা হলেও প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ফের আন্দোলন শুরু হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, কেবল বলপ্রয়োগ বা মামলা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কঠিন হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার এবং বিদেশে পাকিস্তানি মিশনের সামনে বিক্ষোভ প্রশাসনের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে পিওকে-সহ গোটা পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতিও জনঅসন্তোষ বাড়িয়ে তুলছে।

গোয়েন্দা মূল্যায়নে বলা হয়েছে, এই আন্দোলন শুধু পিওকে-তে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং শীঘ্রই পাকিস্তানের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। রাজনৈতিক মহলের একাংশও নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। তাঁদের আশঙ্কা, পিওকে-র মানুষের সমর্থনে ইসলামাবাদ ও করাচির মতো শহরেও বড় আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে।

সূত্রের দাবি, এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। গত ৬ জুন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় জেএএসি-কে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে অনেকেই ভুল পদক্ষেপ বলে মনে করছেন।

উন্নয়ন ও নাগরিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনরত একটি সংগঠনকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত উল্টো ফল দিতে পারে বলেও মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

আরও একটি সূত্রের মতে, শুরুতে আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল উন্নয়নমূলক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। কিন্তু বর্তমানে জেএএসি পিওকে-র জন্য অধিক স্বায়ত্তশাসন এবং ইসলামাবাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অবসান দাবি করছে। এই দাবিগুলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জোরালোভাবে উত্থাপিত হচ্ছে। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র প্রচারের পাশাপাশি পাকিস্তান প্রশাসন এমন এক সঙ্কটের মুখোমুখি, যা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পূজা দেন মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

বিধায়কের অভিযোগে কৈলাসহর বনদপ্তরের দরপত্র বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ জুন: কৈলাসহর বনদপ্তরের একটি কোটেশন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বিতর্ক নতুন মোড় নিয়েছে। প্রায় এক কোটি টাকার সামগ্রী ক্রয়ের জন্য জারি করা কোটেশন শেষ পর্যন্ত বাতিল করেছে বনদপ্তর। তবে এই বাতিলের কারণ নিয়ে বনদপ্তর ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দাবি সামনে আসায় ঘটনাটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিৎ সিংহ অভিযোগ করেন, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত সরকারি নিয়ম ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়নি। তাঁর দাবি, প্রায় এক কোটি টাকার ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনলাইন টেন্ডার আহ্বানের পরিবর্তে কোটেশন ডাকা হয়েছিল, যা সরকারি বিধি-বিধানের পরিপন্থী। তিনি আরও অভিযোগ করেন, শাসকদল ঘনিষ্ঠ কিছু ঠিকাদারকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল।

বিধায়কের বক্তব্য অনুযায়ী, বিষয়টি নিয়ে এক কংগ্রেস কর্মীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। পাশাপাশি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিযোগগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। প্রয়োজন হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, অভিযোগ এবং জনমতের চাপের মুখেই শেষ পর্যন্ত বনদপ্তর কোটেশন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে।

বিরজিৎ সিংহ আরও বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডার বা অনলাইন দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। অথচ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। কোটেশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সময়, পদ্ধতি এবং স্বচ্ছতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

অন্যদিকে, কৈলাসহর বন বিভাগের মহকুমা বনাধিকারিক (এসডিএফও) শুভম দাস বিধায়কের অভিযোগ খারিজ করে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, কোটেশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী মোট নয়জন আবেদনকারীর মধ্যে কেউই নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে পারেননি। আবেদনকারীদের জমা দেওয়া নথিপত্রে বিভিন্ন ত্রুটি ও অসঙ্গতি থাকায় কাউকেই যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি। ফলে নিয়ম মেনেই পুরো কোটেশন প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে।

এসডিএফও আরও জানান, বিধায়কের সাংবাদিক সম্মেলনের আগেই, গত ৪ জুন সংশ্লিষ্ট কোটেশন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। যদিও এ বিষয়ে কোনো লিখিত নথি বা সরকারি আদেশ তিনি প্রকাশ্যে উপস্থাপন করতে পারেননি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। বনদপ্তরের ক্রয় প্রক্রিয়ায় আদৌ সমস্ত সরকারি নিয়ম যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। একইসঙ্গে কোটেশন বাতিলের প্রকৃত কারণ কী অভিযোগের চাপ নাকি আবেদনকারীদের অযোগ্যতা তা নিয়েও তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। এখন নজর রয়েছে, বিষয়টি নিয়ে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কোনো তদন্ত বা পর্যালোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে কি না এবং বনদপ্তরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসে কি না।

১২ দফা দাবিতে তপশিলী জাতি

● আটের পাতার পর

এছাড়াও চর্মশিল্পীদের জন্য সরকারি অনুদান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতে জলাশয় হস্তান্তর, তপশিলী সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং ড. বি. আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার দাবিও জানানো হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের দাবিগুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সংগঠনের সদর মহকুমা কমিটির একাধিক পদাধিকারী ও সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জুন: বিলোনিয়া মহকুমার থানাধীন চিত্তামারা এলাকার নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার অভিযোগে আটক করা হয়েছে এক যুবককে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাজুড়ে। জানা গেছে, দক্ষিণ জেলার সাবরুম মহকুমার কলাছড়া মাইরা এলাকার বাসিন্দা বয়ার ত্রিপুরা নামে ২২ বছর বয়সী এক যুবক বিলোনিয়া মহকুমার চিত্তামারা এলাকার এক জনজাতি নাবালিকা কন্যাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে ওই নাবালিকা বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারের শিকার হয়। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রায় এক মাস আগে সে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে। পরিবারের দাবি, এরপরও যুবকটি নাবালিকাকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে আবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায়। বুধবার পুনরায় ওই নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় বিলোনিয়া মহকুমা এলাকায় মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা যুবকটিকে আটক করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম ও চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন নোডাল অফিসার সঞ্জয় শীল, চাইল্ড হেল্পলাইনের সদস্যরা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। পরে নাবালিকা ও অভিযুক্ত যুবককে বিলোনিয়া চাইল্ড হেল্পলাইন কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, নাবালিকার বয়স ১৭ বছর ১০ মাস এবং সে বিলোনিয়া সরকারি গার্লস স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। খবর পেয়ে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাও চাইল্ড হেল্পলাইন কার্যালয়ে উপস্থিত হন। এই বিষয়ে চাইল্ড ম্যারেজ প্রিভেনশন নোডাল অফিসার সঞ্জয় শীল জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনকে নিরাপদ হেফাজতে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের চাইল্ড হেল্পলাইনের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি আইন অনুযায়ী খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, নাবালিকার মা অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় চাকমাঘাটে বিশেষ পূজার্চনা

তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন: দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাটে আজ এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন কামনায় ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে চাকমাঘাট শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় পূজার্চনা ও প্রার্থনা সভা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথসহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত এক দশকেরও বেশি সময়ে ভারত উন্নয়ন, সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং আত্মনির্ভরতার পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। অবকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল পরিষেবার সম্প্রসারণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কেন্দ্র সরকারের 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রচেষ্টা' নীতির মূল লক্ষ্য হল সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষদের উন্নয়নের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত ১২ বছরে ভারত শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক কূটনীতি, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আজ বিশ্বের দরবারে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী ও মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।"

তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলেই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পাচ্ছেন। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আগামী দিনেও কেন্দ্র সরকার একইভাবে কাজ করে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভাবমূর্তি আরও সুদৃঢ় হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই কারণেই তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় এই বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছে।

আইলজিট্রন টেকনোলজিসের

● আটের পাতার পর

চাকরিপ্রার্থী জাল নিয়োগপত্র নিয়ে সংস্থার কার্যালয়ে উপস্থিত হন। তাঁদের অনেকেই চাকরি পাওয়ার আশায় অর্থ প্রদান করেছেন বলে স্বীকার করেন। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিযোগ নিষ্পত্তি পোর্টালেও জানানো হয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে সকলকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, চাকরি পাওয়ার জন্য কখনও অর্থ প্রদান করবেন না এবং কোনও সন্দেহজনক বার্তা বা নিয়োগ সংক্রান্ত যোগাযোগ পেলে তা অবশ্যই সরকারি মাধ্যমে যাচাই করে নেবেন। পাশাপাশি প্রতারণার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে গণমাধ্যমের সহযোগিতাও কামনা করেছে সংস্থা।

অভিষেক ধর বলেন, "যোগ্যতা, দক্ষতা ও মেধার ভিত্তিতেই প্রকৃত চাকরি অর্জিত হয়। অর্থের বিনিময়ে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে তা সন্দেহের চোখে দেখা উচিত।"

মোদির দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীত্বে

● আটের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই সাফল্য দেশের মানুষের তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অটুট আস্থার প্রতিফলন। তাঁর মতে, গত ১২ বছরে ভারত উন্নয়ন, বৈশ্বিক নেতৃত্ব এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে দেশ আরও আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে।

ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ও জাতীয় দলের সাবেক প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী এক্স-এ দেওয়া বার্তায় বলেন, গত এক দশকে বিশ্বমঞ্চে ভারতের মর্যাদা ও প্রভাব অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজ ভারতকে শক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়।

এদিকে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ তাঁর এক নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, নরেন্দ্র মোদির শাসনকাল স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের এক যুগান্তকারী অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে স্থান পাবে। তাঁর মতে, ২০১৪ সালের পর ভারত আত্মবিশ্বাস, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং আত্মনির্ভরতার পথে নতুনভাবে এগিয়েছে।

কোবিন্দ দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নতুন মর্যাদা দিয়েছেন এবং মানুষের মধ্যে ভারতীয় পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে 'গণতন্ত্রের জননী' হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পরপর জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদি টানা তিনবার সরকার গঠন করেন। জওহরলাল নেহরুর পর তিনিই দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, যিনি ধারাবাহিকভাবে তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন। তাঁর এই নতুন রেকর্ডকে ঘিরে রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অভিনন্দনের জোয়ার অব্যাহত রয়েছে।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন ঘিরে উত্তাপ, সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য নির্দল প্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক ও পেশাগত মহলে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। বুধবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখোমুখি হন সভাপতি পদে নির্দল প্রার্থী মৃণাল কান্তি বিশ্বাস এবং সম্পাদক পদপ্রার্থী রঘুনাথ মুখার্জি। এদিন তাঁরা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগও তোলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে মৃণাল কান্তি বিশ্বাস বলেন, সম্প্রতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করার যে সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে, তা তিনি মানতে রাজি নন। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের যে কমিটি রয়েছে, তার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন রয়েছে। ফলে ওই কমিটির সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি আরও দাবি করেন, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনের জন্য কোনো দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি। এমনকি তাঁকে এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবেও কোনো কিছু জানানো হয়নি।

মৃণাল কান্তি বিশ্বাস বলেন, ২০১৮ সাল থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়ে আসছেন এবং আইনজীবীদের আস্থা ও সমর্থনের ভিত্তিতেই এবারও নির্বাচনী ময়দানে নেমেছেন। আইনজীবী সমাজের কল্যাণ, বার-এর উন্নয়ন এবং সদস্যদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি আবারও বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এদিন তিনি আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চের বিরুদ্ধেও পরোক্ষভাবে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়ন মঞ্চের প্রতিনিধি এবং বর্তমান সহ-সভাপতি সুব্রত দেবনাথ এতদিন বার-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতীতে কখনও দুর্নীতির অভিযোগ তোলেননি। নির্বাচনের প্রাক্কালে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আইনজীবীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে সম্পাদক পদপ্রার্থী রঘুনাথ মুখার্জি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারি আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধরকে নিশানা করে বলেন, সরকারের দায়িত্ব পালন করতে করতে একইসঙ্গে আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষার কাজ করা কঠিন। তিনি দাবি করেন, নির্বাচনী প্রচারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কক্ষে পোস্টার সাঁটিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

রঘুনাথ মুখার্জি আরও অভিযোগ করেন, সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের সম্পাদক পদপ্রার্থী ভাস্কর দেববর্মা অতীতে আইনজীবীদের উপর হামলার ঘটনায় কার্যকর ভূমিকা নেননি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, আইনজীবী অমিত আচার্য হত্যাকাণ্ডের এক অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও আইনজীবী উন্নয়ন মঞ্চ নির্বাচনী প্রার্থী করেছে, যা আইনজীবী মহলে প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কোনো প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তবে নির্বাচনের আগে এই ধরনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন আরও বেশি চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে। এখন নজর রয়েছে, ভোটগ্রহণের দিন আইনজীবীরা কাদের উপর আস্থা রাখেন এবং নির্বাচনের ফলাফল কোন দিকে যায়।

তৃণমূল ও রাজ্যসভা

● প্রথম পাতার পর

ইস্তফার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে সুস্মিতা দেব বলেন, "এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে অনেক দীর্ঘ কাহিনি রয়েছে। রাজনীতিতে সব কিছু প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি না। কারণগুলি আমার ব্যক্তিগত এবং সিদ্ধান্তও আমার নিজস্ব। এর জন্য আমি কাউকে দায়ী করছি না।"

তিনি আরও বলেন, "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমি কোন দলে থাকব এবং কী ধরনের রাজনীতি করব, তা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এর জন্য কারও নৈতিকতার শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই।"

অসমের রাজনীতিতে ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, "আমি সরাসরি বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই। আমি অসমের মানুষ। আমার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অবশ্যই রয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পথও রয়েছে। তবে আমি অসমের মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।"

একইসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, "আমি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে চাই না। আমার পারিবারিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ আমাকে তা করতে শেখায়নি। আমি কখনও এক দলে থেকে অন্য দলের সেবা করার রাজনীতি করিনি।"

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষ মোহন দেব-এর কন্যা সুস্মিতা দেব এদিন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জী-এর সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, "কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বললেন যে সুখেন্দু শেখর রায় ইস্তফা দিয়ে ভালো পদক্ষেপ নিয়েছেন, তখন বিষয়টি আমার কাছে কিছুটা অদ্ভুত লেগেছিল।"

প্রসঙ্গত, তৃণমূলের একাংশের বিদ্রোহী সাংসদদের আচরণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বলেছিলেন, যদি কারও দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে, তবে তাঁর উচিত পদত্যাগ করা।

৫০ লাখ টাকার কফ সিরাপ

● প্রথম পাতার পর

পরিমাণ মাদকজাতীয় কফ সিরাপ ত্রিপুরায় পাচারের উদ্দেশ্যেই এই চালান আনা হচ্ছিল।

উদ্ধার হওয়া সমস্ত কফ সিরাপ ও ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে এবং মাদকের উৎস খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাজারিছড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস অ্যাক্ট)-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, আন্তঃরাজ্য সীমান্তকে ব্যবহার করে সক্রিয় থাকা মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে।

মণিপুরে অপহৃত ৬

● প্রথম পাতার পর

কাউন্সিল (ইউএনসি) এবং নাগা পিপলস অর্গানাইজেশন (এনপিও)। এক্স-এ করা এক পোস্টে রিও বলেন, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিম্মিদের মুক্তি পারস্পরিক আস্থা, বোঝাপড়া ও সংলাপের পথ সুগম করতে পারে। তিনি কুকি জিম্মিদের নিরাপদ মুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে মণিপুরে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিং কুকি জিম্মিদের মুক্তিকে ইতিবাচক ও মানবিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে হিংসা পরিহারের আহ্বান জানান এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ মে কাঙপোকপি জেলায় সংঘটিত সহিংস ঘটনায় তিনজন চার্চ নেতা নিহত ও চারজন আহত হওয়ার পর কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের অন্তত ৫০ জনকে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী জিম্মি করে। পরবর্তীতে প্রশাসন, সমাজনেতা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রচেষ্টায় ৩০ জনকে ১৪ ও ১৫ মে মুক্ত করা হয়।

এদিকে, অপহৃত ছয় নাগা গ্রামবাসী এবং ১৪ কুকি জিম্মির নিরাপদ উদ্ধারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে আসছিল।

মণিপুর সরকার ইতিমধ্যেই ছয় নাগা গ্রামবাসীর অপহরণ এবং তিন চার্চ নেতার হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার এনআইএ-এর হাতে তুলে দিয়েছে। সংস্থাটি ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চালাচ্ছে।

ডিজিপি কমেন্ডেশন পদকে সম্মানিত খোয়াইয়ের চার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: ত্রিপুরা পুলিশের সর্বোচ্চ মহলের স্বীকৃতি পেলেন খোয়াই জেলার চার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী। অপরাধ তদন্তে দক্ষতা, আইনি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ 'ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কমেন্ডেশন সার্টিফিকেট'।

বুধবার আগরতলার সেন্ট্রাল পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি অনুরাগ এই সম্মান প্রদান করেন। খোয়াই জেলার যাঁরা এই স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরা হলেন কল্যাণপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর আশীষ সরকার, সুভাষ পার্ক পুলিশ আউটপোস্টের ওসি সাব-ইন্সপেক্টর রঞ্জিত সরকার, খোয়াই পুলিশ কোর্টের সিটিএসআই সাব-ইন্সপেক্টর বিভাষ চন্দ্র নাথ এবং খোয়াই পুলিশ কোর্টের কনস্টেবল অলক দাস।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক পাচারসহ একাধিক গুরুতর অপরাধের তদন্তে এই পুলিশ সদস্যরা পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিক তদন্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে আদালতে শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তি নিশ্চিত করতে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, লালছড়ার এক মাদক মামলায় দোষীর বিরুদ্ধে আদালতে সফলভাবে অভিযোগ প্রমাণ করে কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তদন্তকারী দল এবং পুলিশ কোর্টের সমন্বিত ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্য পুলিশের এই সম্মান খোয়াই জেলা পুলিশের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে, এই স্বীকৃতি ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠা ও উদ্যমের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে পুলিশ সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে এবং অপরাধ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে।

তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল পৃথক তিপ্রাল্যান্ডের দাবি, সেই দাবি এখন কার্যত গুরুত্ব হারিয়েছে।

বিধায়কের এই মন্তব্যকে অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক তিপ্রা মথার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অসন্তোষ হিসেবে দেখছেন। বিশেষ করে দলের একজন বর্তমান বিধায়কের পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য সামনে আসায় বিষয়টি নতুন মাত্রা পেয়েছে।

তবে চিত্তরঞ্জন দেববর্মার এই মন্তব্যের বিষয়ে তিপ্রা মথার শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দলের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হবে কি না এবং এই মন্তব্যকে দল কীভাবে দেখছে, তা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

এদিকে, বিধায়কের এই পোস্টকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই এটিকে দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখছেন, আবার অন্য একটি অংশের মতে এটি তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে দলের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান মাত্র।

রাজনৈতিক মহলের মতে, তিপ্রাল্যান্ড প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসা তিপ্রা মথার একজন বিধায়কের এমন প্রকাশ্য মন্তব্য আগামী দিনে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

ধর্মনগর হাসপাতালে মানসিক

● প্রথম পাতার পর

সৃষ্টি হলেও পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে হাসপাতালের পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা গেছে।

মাদক পাচার

● প্রথম পাতার পর

মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের বার্তা হিসেবেই এই রায়কে দেখছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলি। পুলিশের মতে, এই রায় ভবিষ্যতে মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি কড়া সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে।

সর্বত্রই দীর্ঘায়ু কামনায় পূজাচর্না

● প্রথম পাতার পর

হিসেবে টানা ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও প্রার্থনার আয়োজন করলেন ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আজ মোহনপুর বাজার কালী মন্দিরে মোহনপুর মণ্ডলের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মা কালীর আরাধনা করেন।

পূজা শেষে হয়ে মন্ত্রী বলেন আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টানা ১২ বছর বা ৪,৩৯৯ দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করেছেন, যা দেশের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড। স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনায় আমরা মোহনপুরের জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মা কালীর চরণে প্রার্থনা করেছি।

প্রধানমন্ত্রীকে আজ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যও। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। টানা ৪৩৯৯ দিন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি এক ঐতিহাসিক নজির গড়েছেন। মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে বিকশিত ভারত-এর পথে দেশ। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও দেশের উন্নয়নে ভবিষ্যতেও সফল নেতৃত্বের কামনা করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন আগরতলার ইন্দ্রনগর কালী মন্দিরে এক বিশেষ পূজা, হোমযজ্ঞ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৬ নম্বর আগরতলা মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলের বহু নেতা-কর্মী ও সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, দলের রাজ্য সহ-সভাপতি পাপিয়া দত্তসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের অব্যাহত উন্নয়ন কামনায় ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের উদ্যোগে চাকমাঘাট শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় পূজার্চনা ও প্রার্থনা সভা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথসহ বিজেপির বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা।

আগরতলার ঐতিহ্যবাহী মেহের কালীবাড়িতে বিশেষ পূজার্চনা ও প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের সার্বিক উন্নতি কামনায় পূজা অর্চনা করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠনমন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু এবং দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

১৮ সূর্যমনিনগর মণ্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রক্ষাকালী মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পূজার্চনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং দেশের উন্নয়নে তাঁর নেতৃত্ব অব্যাহত থাকার জন্য প্রার্থনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৮ সূর্যমনিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পাল, ডুকলি ব্লকের চেয়ারম্যান ভুলন সাহা-সহ মণ্ডলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কার্যকালের বারো বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশালগড় জগন্নাথ জিও মন্দিরে বিশালগড় মন্ডলের পক্ষ থেকে বিশেষ পূজার্চনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব।

একমাস ব্যাপী বক্সিং প্রশিক্ষণ শিবির, আসছেন জাতীয় কোচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: রাজ্যের বক্সিং প্রতিভাদের মানোন্নয়নে এক বড়সড় উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ২৪ শে জুন থেকে ২৩ শে জুলাই পর্যন্ত এন.এস.আর.সি.সি.-র বক্সিং হলে মাসব্যাপী একটি বিশেষ কোচিং ও ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হতে যাচ্ছে। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা জানিয়েছেন, এই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য খোদ জাতীয় ফেডারেশন থেকে অভিজ্ঞ ন্যাশনাল কোচ আসছেন। রাজ্যের বক্সারদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আয়োজিত এই শিবিরে অংশগ্রহণের জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের বালক এবং বালিকা খেলোয়াড়রা সুযোগ পাবেন। প্রতি জেলা থেকে সর্বোচ্চ ৮ জন করে খেলোয়াড় এতে অংশ নিতে পারবেন। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিবিরে অংশ নেওয়া প্রত্যেক প্লেয়ারকে প্রতিদিনের টিফিন বাবদ নগদ অর্থ এককালীন প্রদান করা হবে। তবে খেলোয়াড়দের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদেরেই করতে হবে। আগামী ১২ই জুনের মধ্যে সমস্ত জেলার সেক্রেটারিকে খেলোয়াড়দের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি রাজ্যের বক্সিং প্রশিক্ষকদের পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার মান বাড়াতেও সমান্তরাল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এই শিবিরে। খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বক্সিং প্রশিক্ষকদের জন্য ১০ দিন ব্যাপী একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই কোচিং ক্যাম্পে অংশ নেওয়ার জন্য প্রতিটি জেলা থেকে ৪ জন করে প্রশিক্ষকের নাম নথিভুক্ত করা যাবে। খেলোয়াড়দের মতোই প্রশিক্ষকদের নাম জমা দেওয়ার শেষ দিনও ধার্য করা হয়েছে আগামী ১২ই জুন। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা রাজ্যের সমস্ত জেলা অ্যাসোসিয়েশন এবং বক্সারদের এই অভাবনীয় সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সতীর্থ জোতার স্মৃতিকে সঙ্গী নিয়েই খেলবেন রবার্টসন

লিভারপুলের ড্রেসিংরুমে অ্যানফিল্ডের চেনা আলো-ছায়ার নিচে কত রাত তাঁরা গল্পে মেতেছেন। কত জয়ের উল্লাস, কত ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ভাগ করে নিয়েছেন দুজন। ফুটবলারদের জীবন তো আসলে এমনইএকই জার্সির নিচে লুকিয়ে থাকে হাজারটা না-বলা বন্ধুত্বের গল্প। অ্যান্ডি রবার্টসন আর দিয়োগো জোতার গল্পটাও ছিল ঠিক তেমনই। কিন্তু নিয়তি বড় নিষ্ঠুর চিত্রনাট্যকার।

গত বছরের ৩ জুলাই এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল লিভারপুলের পর্তুগিজ তারকা জোতাকে। অকালেই ঝরে গেল এক তাজা প্রাণ, স্তব্ধ হলো ফুটবল—বিশ্ব। কিন্তু স্মৃতিরা কি এত সহজে বিদায় নেয়?

কিছু মানুষ চলে গিয়েও আসলে থেকে যান। থেকে যান সতীর্থদের বুকের ভেতর, বন্ধুত্বের নিবিড় মলাটে। দিয়োগো জোতাও আছেন। আসন্ন বিশ্বকাপে স্কটল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেওয়ার আগে অ্যান্ডি রবার্টসনের হৃদয়ের অনেকটুকু জুড়ে এখনো তাঁর সেই প্রয়াত বন্ধু।

সোমবার ফিফার 'লেটার্স দ্যাট ইউনাইট' উদ্যোগে প্রকাশিত হলো এক চিঠি। জোতার স্ত্রী রুতে কারদোসো এই আবেগঘন বার্তাটি পাঠিয়েছেন স্কটিশ ডিফেন্ডার রবার্টসনের উদ্দেশে। টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে পাওয়া এই চিঠি যেন এক না-বলা গল্পের অবশিষ্টাংশ।

চিঠিতে রুতে লিখেছেন, 'দিয়েগো প্রায়ই তোমার কথা বলত। তোমাদের গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের কথা, একসঙ্গে লড়া অসংখ্য লড়াইয়ের কথা, নানা চ্যালেঞ্জ, হাসি-আনন্দ, ফুটবল ও স্বপ্ন নিয়ে করা দীর্ঘ আলাপের কথা বলত।'

রুতের এই প্রতিটি শব্দ যেন অ্যানফিল্ডের সেই সোনালি দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনছিল, 'বিশ্বকাপ ছিল সেই স্বপ্নগুলোর একটি, যে স্বপ্ন তোমরা দুজন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লালন করেছ। ঠিক যে আবেগ, নিষ্ঠা আর ভালোবাসা নিয়ে তোমরা মাঠে নামতে, একই আবেগ নিয়ে এই স্বপ্নকেও বাঁচিয়ে রেখেছিলে।'গত নভেম্বরে দীর্ঘ ২৮ বছরের অপেক্ষা ফুরিয়ে যখন স্কটল্যান্ড বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করল, রবার্টসন কিন্তু একা হাসেননি। তাঁর চোখের কোণে তখন চিকচিক করছিল জোতার স্মৃতি। রবার্টসন সে সময়ই বলেছিলেন, জয়ের আনন্দের প্রথম ভাগীদার হওয়া উচিত ছিল তাঁর এই প্রয়াত বন্ধুর। পর্তুগাল দলও তাদের বিশ্বকাপ দল ঘোষণার সময় বাড়তি সদস্য হিসেবে জোতার নাম রেখে শ্রদ্ধা জানিয়েছে এই ফুটবলারকে।রুতে তাঁর চিঠিতে এই প্রসঙ্গটি টেনে এনে লিখেছেন, 'স্কটল্যান্ড দীর্ঘ অপেক্ষার পর যখন বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করল, সেদিন তুমি কী বলেছিলে, তা আমি শুনেছি। উপলব্ধি করলাম, দিয়োগো আসলে কখনোই মাঠ ছেড়ে যায়নি। সে এখনো বেঁচে আছে তার বন্ধুদের স্মৃতিতে, সতীর্থদের হৃদয়ে এবং যাদের জীবনে সে ছাপ রেখে গেছে, তাদের সবার মাঝে।'রুতে রবার্টসনকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, তিনি একা নন। জোতাও থাকবেন তাঁর পাশে, ছায়ার মতো। চিঠির শেষ দিকে তিনি লিখেছেন, 'সেই স্বপ্ন পূরণের মুহূর্তে পৌঁছে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করে তুমি একা সেখানে যাচ্ছ না। দিয়োগোর স্বপ্নটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ।'চিঠিটি পড়ার পর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি রবার্টসন। আবেগাপ্লুত স্কটিশ অধিনায়ক বলেছেন, আসন্ন বিশ্বকাপে জোতার স্মৃতিকে সঙ্গী করেই তিনি মাঠে নামবেন। ২৮ বছর পর স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপের মঞ্চে নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরবময় মুহূর্তে তাঁর ভাবনার পুরোটা জুড়েই থাকবেন জোতা।

লড়াইয়ের আবহে দাঁড়িয়ে এই স্কটিশ ডিফেন্ডার এক অসামান্য ঘোষণাও দিলেন, 'আমি শুধু নিজের জন্য খেলব না। আমি আমরা দুজনের জন্য খেলব।'১৪ জুন হাইতির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে স্কটল্যান্ডের বিশ্বকাপ অভিযান। গ্রুপ 'সি'তে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ হাইতি ও মরক্কো।

৬৯ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন মেসি

মাইলফলক লিওনেল মেসির জন্য নতুন নয়। বলতে পারেন, তাঁর পায়ে-পায়ে চলে মাইলফলক। এবার বিশ্বকাপে যেমন আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচে মেসি খেললে সেটা হবে আকাশি-সাদা জার্সিতে তাঁর ২০০তম ম্যাচ। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ইতিহাসে কেউই ২০০ ম্যাচ খেলেননি।

তার মানে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ (১৯৯) ম্যাচ খেলার রেকর্ডটি মেসির। সবচেয়ে বেশি গোল? সেটাও তো তাঁরই১১৭ গোল। সে জন্য পেরোতে হয়েছে অনেক দীর্ঘ পথ। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলে গড়তে হয়েছে ২১ বছরের ক্যারিয়ার। সেই পথে মেসির বয়সও বেড়ে এখন ৩৮ বছর। তাই প্রশ্নটা জাগেই, আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলের রেকর্ডও কি মেসির?

হ্যাঁ এবং সেই রেকর্ডটি হলো আজই! আলাবামায় আইসল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ ৩-০ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচে ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রেকর্ডটি গড়েন মেসি। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে মেসির বয়স ৩৮ বছর ১১ মাস ১৭ দিন। এই বয়সে আর্জেন্টিনার জার্সিতে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোলের রেকর্ড গড়ার পথে মেসি পেছনে ফেলেছেন আনহেল আমাদেও লাব্রুনাকে। নামটা অপরিচিত লাগছে?

আর্জেন্টাইন ফুটবলে লাব্রুনা দুটি নামে পরিচিত'দ্য আগলি ওয়ান' এবং 'লা ম্যাকুইনা' (মেশিন)। আর্জেন্টিনার শীর্ষ লিগে সর্বোচ্চ ৬৭ বছর আগে গড়া তাঁর সর্বোচ্চে গোলের রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেনি। রিভার প্লেটের ইতিহাসে তর্কযোগ্যভাবে সর্বকালের সেরা এই খেলোয়াড় আর্জেন্টিনার হয়ে জিতেছেন ১৯৪৬ ও ১৯৫৫ কোপা আমেরিকা।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে ৩৭ ম্যাচে ১৭ গোল করা সাবেক ফরোয়ার্ড লাব্রুনা দেশের হয়ে শেষ গোলটি করেন ১৯৫৭ সালে ৭ জুলাই, অধুনালুপ্ত রোকা কাপে। প্রতিপক্ষ ব্রাজিল, ভেন্যু মারাকানা। একটু মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, অফিশিয়ালি কিংবা আনঅফিশিয়ালি ব্রাজিল জাতীয় দলের জেতা প্রথম ট্রফিও এই রোকা কাপ। সে যাহোক, ব্রাজিলের বিপক্ষে সেই গোলের সময় লাব্রুনার বয়স ছিল ৩৮ বছর ৯ মাস ৯ দিন।

গত ৩১ মার্চ বুয়েনস এইরেসে জাম্বিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে ৩৮ বছর ৯ মাস ৭ দিন বয়সে গোল করার পর থেকেই এ রেকর্ডের সুবাস পাচ্ছিলেন মেসি। আজ সেই রেকর্ড দেখলে নেওয়ার পথে গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতার সঙ্গে তাঁর ব্যবধানও আরও বাড়ল। ৫৫ গোল নিয়ে আর্জেন্টিনার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা বাতিস্তুতা। শীর্ষে থাকা মেসির সঙ্গে তাঁর ৬২টি গোলের ব্যবধান!

লাব্রুনার একটি রেকর্ড অবশ্য বিশ্বকাপে নিজের করে নিতে পারবেন না মেসি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে সবচেয়ে বেশি বয়সে মাঠে নামার রেকর্ড লাব্রুনার। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে ১৫ জুন সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার বিপক্ষে ৩৯ বছর ৮ মাস ১৬ দিন বয়সে মাঠে নেমে রেকর্ডটি গড়েছিলেন লাব্রুনা। এবারের বিশ্বকাপেই ৩৯ বছর বয়সে পা রাখবেন মেসি। কিন্তু রেকর্ডটি নিজের করে নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। সে জন্য তাঁকে বিশ্বকাপের পরও খেলা চালিয়ে যেতে হবে। মেসি সেই সিদ্ধান্ত নেবেন কি না, তা সময় হলেই জানা যাবে।

তবে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জার্সিতে সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে গোলের রেকর্ড গড়ার সুযোগ থাকছে মেসির। ২০১০ বিশ্বকাপে গ্রিসের বিপক্ষে ৩৬ বছর ৭ মাস ১৫ দিন বয়সে গোল করে রেকর্ডটি এত দিন আগলে রেখেছেন সাবেক স্ট্রাইকার মার্টিন পালের্মো।

বিশ্বকাপে বড় চমক দেখানোর আশায় কেপ ভার্দ

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠেয় আসরে 'এইচ' গ্রুপে পড়েছে কেপ ভার্দ। সেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন ও উরুগুয়েকে পেয়েছে তারা। অন্য দলটি সৌদি আরব, গত বিশ্বকাপে যারা আর্জেন্টিনার মতো শক্তিশালী দলকে হারিয়ে চমক দেখিয়েছিল। গ্রুপের অন্যদের তুলনায় নিজেদের অবস্থান কোথায়, ভালো করেই জানেন ৩৮ বছর বয়সী স্তোপিরা। শক্তিশালী দলগুলোর বিপক্ষে লড়াই করা তাদের জন্য কতটা কঠিন হবে, সেটাও বুঝতে পারছেন তিনি। 'আন্ডারডগ' হলেও, বিশ্ব সেরা দলগুলোকে হারানোর স্বপ্ন দেখছেন এই সেন্টার-ব্যাক।

বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে স্রেফ এক ম্যাচে খেলার সুযোগ পান স্তোপিরা। শেষ ম্যাচে এসওয়াতিনির বিপক্ষে (যারা আগে সোয়াজিল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল) ৩-০ গোলে জেতা ম্যাচে স্রেফ চার মিনিট খেলেন তিনি। মাঠে নেমেই সেদিন একটি অ্যাসিস্ট করে দলের জয়ে অবদান রাখেন এই ফুটবলার।

বাছাইয়ে নিজে খেলার তেমন সুযোগ না পেলেও, দল বিশ্বকাপের টিকেট পাওয়ায় আনন্দের শেষ নেই তার।

"বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা আমার সবসময় স্বপ্ন ছিল। ছোটবেলায় ব্রাজিল, পর্তুগাল ও আফ্রিকার দলগুলোর ম্যাচ দেখতাম। তখন বসে বসে ভাবতাম, কেপ ভার্দে কোনোদিন এই মঞ্চে পৌঁছাতে পারবে কিনা।"

"সেই স্বপ্ন পূরণে অবদান রাখতে পেরে আমি ভীষণ খুশি এবং এই দলের অংশ হতে পেরে কৃতজ্ঞযারা এই জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন এবং যারা কখনো সেই সুযোগ পাননিসবার অবদান রয়েছে এর পেছনে। আজকের এই অবস্থানে আসতে আমাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। এখন আমরা বিশেষ মুহূর্তটি উপভোগ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত।" আটলান্টায় আগামী সোমবার ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে যাত্রা শুরু করবে কেপ ভার্দ। মায়ামিতে ২২ জুন উরুগুয়ের মুখোমুখি হবে তারা। আর হিউস্টনে আগামী ২৭ জুন গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ সৌদি আরব। বিশ্ব মঞ্চে খেলার স্বাদ পেতে উন্মুখ হয়ে আছে কেপ ভার্দের সবাই। দারুণ কিছু করে অভিষেক আসরটি স্মরণীয় করে রাখতে আশাবাদী স্তোপিরা। "আমাদের দলে দারুণ সম্ভাবনাময় ও মানসম্পন্ন ফুটবলার রয়েছে। আমরা ভালো করতে পারি এবং টুর্নামেন্টে বড় চমক দেখাতে পারি। সেই সামর্থ্য আমাদের ভালোভাবেই আছে।"

অনুরাগীকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করল চাম্পামুড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জয়ে ফিরেছে চাম্পামুড়া। হারিয়েছে দুই উইকেট এর ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগীকে। জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ করেছে, তবে এবারের মত মূল পর্বে খেলা চাম্পামুরার জন্য অধরা রয়ে গেছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে ক্রিকেট অনুরাগী প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩০ ওভারে ৭৪ রানে ইনিংস শেষ করলে পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ২৮ ওভার এক বল খেলে চাম্পামুড়া ৮ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ক্রিকেট অনুরাগীর অনুভা পাল ২১ রানে ছটি উইকেট পেলেও চাম্পামুরার মোনালি শর্মা সাত রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

স্ফুলিঙ্গ-কে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক কর্নেল কোচিং সেন্টারেব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। লাগাতর তিন ম্যাচে জয়। দুর্দান্ত জয়ের হ্যাটট্রিকের সুবাদে কর্নেল কোচিং সেন্টার মূল পর্বে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। ভাইটাল ম্যাচে আজ, বুধবার কর্নেল কোচিং সেন্টার ১৮৮ রানের বিশাল ব্যবধানে স্ফুলিঙ্গ ক্লাবকে পরাজিত করে। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় টানা তৃতীয় জয় পেয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেটে সকালে কর্নেল কোচিং সেন্টার ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ঋশিতা সূত্রধরের ৫৭ রান এবং নারীয়া দেববর্মার ৪৯ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে স্ফুলিঙ্গ ২৬ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে সত্তর রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। কর্নেল কোচিং সেন্টারের নিকিতা সরকার ছয় রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

অন্তিম ম্যাচে রয়্যালকে হারিয়ে সান্তনার জয় জিবি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। লীগ পর্যায়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে সান্তনার জয় পেয়েছে জিবি প্লে সেন্টার। সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জিবি প্লে সেন্টার ৩৯ রানের ব্যবধানে রয়েল কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। অন্তিম ম্যাচের মাথায় জিবি প্লে সেন্টারের এটি প্রথম জয়। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে জিবি প্লে সেন্টার নির্ধারিত ৫০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অনামিকা রায় সর্বাধিক ৬৪ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রয়্যাল কোচিং সেন্টার ২৬ ওভার ৩ বল খেলে নয় উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ডি এল এস মেথডে রয়্যাল কোচিং সেন্টারের সামনে টার্গেট আশি রান ধরা হলে জিবি প্লে সেন্টার ৩৯ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়। জিবি প্লে সেন্টারের অনুষ্কা সাহা আট প্রাণের চারটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

ব্রাইট ক্লাবকে হারিয়ে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীর মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলাও নিশ্চিত করে নিয়েছে। গ্রুপ ডি থেকে মৌচাক ক্লাব গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন এবং মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি গ্রুপ রানার্স হয়ে মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৯ ওভারে ২৫৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা সূত্রধরের ৮৩ রান, সুপ্রিয়া দাসের পঞ্চান্ন রান এবং রূপালী দাসের চুয়াল্লিশ বেশ উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্রাইট ক্লাব ১৯ ওভার ৩ বল খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ৫৫ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ে ডিএলএস মেথডে ব্রাইট ক্লাবের সামনে ১৫১ রানের টার্গেট স্থির হলে মডার্ন ক্রিকেটে একাডেমি ৪৫ রানে জয়ী হয়। প্রথম ম্যাচে চার উইকেটে চম্পামুরা কে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে মৌঠাকের কাছে ১৩৩ রানে পরাজয়ের পর আজ বুধবার চতুর্থ ম্যাচে ব্রাইট ক্লাবকে ৪৫ রানে হারিয়ে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সায়ন্তিকা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

সি ডিভিশন ফুটবল শুরু জয় দিয়ে সূচনা বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।।উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো ইউ বি এস টি। লড়াই করে পরাজিত করলো উমাকান্ত কোচিং সেন্টার কে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বুধবার থেকে শুরু হয় ১৪ দলীয় এই আসর। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দুদলের ফুটবলাররা আক্রমাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। তবে বেশ কয়েকবার ইউ বি এস টি - র ফুটবলারদের গতির কাছে পরাজিত হতে দেখা গেছে উমাকান্ত সি সি কে। ম্যাচের ১৪ মিনিটে রক্ষণভাগের ফুটবলারদের ভুলে গোল হজম করে উমাকান্ত। ইউ বি এস টি - র পক্ষে প্রথম গোলটি করেন রাহুল কুমার রিয়ান। গোল হজম করতেই সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া আক্রমণ শুরু করেন উমাকান্ত কোচিং সেন্টারের ফুটবলাররা শেষ পর্যন্ত ৩১ মিনিটে আসে সাফল্য। জেরি ডার্ল দুরন্ত গোল করে সমতা ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রাকেশ রিয়াং গোল করে ইউ বি এস টি - র জয় নিশ্চিত করে দেন। খেলা পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত। এর আগে আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সভাপতি প্রণব সরকার, টি আই ডি সি - র চেয়ারম্যান নবাদল বণিক।

নিখোঁজ লক্ষাধিক মানুষ! বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে বেনজির বিক্ষোভ, পিছিয়ে যাবে উদ্বোধন!

মেক্সিকো সিটি: মাঝে আর মাত্র একদিন। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১২টায় (ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুক্রবার) শুরু হচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের শ্রেষ্ঠ টুর্নামেন্ট, ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। মেক্সিকো সিটিতে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি অন্যতম আয়োজক দেশ মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। যদিও সেই ম্যাচের আগে অভূতপূর্ব এক প্রতিবাদের প্রস্তুতি চলছে।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেক্সিকোর ১ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ নিখোঁজ। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণির। তারই বিরুদ্ধে চলছে প্রতিবাদ আন্দোলন। মেক্সিকো সিটির বিখ্যাত আজতেকা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচ। সেই আজতেকা স্টেডিয়াম, যেখানে পেলের ব্রাজিল ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল। ১৯৮৬ সালে দিয়েগো মারাদোনার বিখ্যাত সেই হ্যান্ড অফ গডও এই মাঠে।

আজতেকা স্টেডিয়ামের বাইরে প্রতিবাদ আন্দোলন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকরাও যে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। মেক্সিকোর পুলিশ বিক্ষোভ দমন করায় সক্রিয়। বিভিন্ন ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, পুলিশের দাঙ্গাবিরোধী বাহিনী স্টেডিয়াম প্রহরা দিচ্ছে। চারদিকে ইটের প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে।

উদ্বোধনী ম্যাচের আগে যান চলাচলেও পড়তে পারে এই বিক্ষোভের প্রভাব। কারও কারও আশঙ্কা, বিক্ষোভ সমাবেশ প্রবল রূপ ধারণ করলে উদ্বোধনী ম্যাচ সময়ে শুরু করা নিয়েও দেখা দিতে পারে সংশয়। বিক্ষোভকারীরা স্টেডিয়ামের চারপাশে গ্র্যাফিতি এঁকেছেন। তবে ফিফা বিরোধী বিভিন্ন হোর্ডিং ও স্লোগান মুছে রং করে দেওয়া হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রয়েছেন ৬০০ এমন মহিলা, যাঁদের সন্তান নিখোঁজ। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টায় উদ্বোধনী ম্যাচ। তার আগে বিক্ষোভকারীদের বিরাট এক কর্মসূচি রয়েছে।

বিক্ষোভে সামিল শিক্ষকরাও। তাঁদের অভিযোগ, ফুটবল নিয়ে মাতামাতি চলছে। অথচ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে লাটে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারী শিক্ষকরা ফুটবলারদের মূর্তিও ভাঙচুর করে দিচ্ছেন।

শোনা যাচ্ছে, প্রশাসন শেষ মুহূর্তে আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছে। যাতে বড়সড় অশান্তি এড়ানো যায়। অভিযোগ, ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৬০ মানুষ নিখোঁজ। অথচ সরকারের তরফে তাঁদের হদিশ দেওয়ার কোনও উদ্যোগ নেই।

বিমান থেকে নামতেই ফুটবলারদের দেহ তল্লাশি, আনা হল কুকুরও! প্রশ্নে আমেরিকার মানসিকতা, ফিফার ভূমিকা নিয়েও বাড়ছে ক্ষোভ

যেন এক দল অপরাধী! বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া সেনেগাল এবং উজবেকিস্তানের ফুটবলারদের দেহ তল্লাশি করা হল আমেরিকায়। নিরাপত্তাকর্মীরা প্রকাশ্যে ফুটবলারদের তল্লাশি নেন। ব্যবহার করা হয় মাদক সন্ধানী কুকুরও। এই ঘটনায় তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। প্রশ্নের মুখে ফিফার ভূমিকা।

আমেরিকায় পৌঁছেই দীর্ঘ জেরার মুখে পড়তে হয়েছে ইরাকের স্ট্রাইকার আয়মেন হুসেনকে। ১০ ঘণ্টার বেশি জেরা করা হয়েছে ইরাকের বিশ্বকাপ দলের চিত্রগ্রাহককে তালাল শাহকে। বিমানবন্দর থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা রেফারি সেনেগালের ওমর আব্দুলকাদির আরতানকে। বিভিন্ন দেশের ফুটবলার, রেফারিদের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের আচরণ নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পারদ আরও চড়ল সেনেগাল এবং উজবেকিস্তান দল পৌঁছোনোর পর।

বিমান থেকে নামার পর টারম্যাকেই সেনেগালের ফুটবলারদের তল্লাশি করেন নিরাপত্তাকর্মীরা। তল্লাশি শেষ হওয়ার আগে তাঁদের বিমানবন্দরের ভিতরেও প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেনেগালের ফুটবলারদের সব ব্যাগ খুলেও তল্লাশি চালানো হয়।

প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে উজবেকিস্তান দলের সঙ্গেও। অনুশীলনের জন্য নিউ ইয়র্কের আইকান স্টেডিয়ামে পৌঁছোনোর পর উজবেক ফুটবলারদের কড়া তল্লাশির মুখে পড়তে হয়। শুধু নিরাপত্তাকর্মীরাই নন, মাদক সন্ধানী কুকুর দিয়েও পরীক্ষা করা হয় প্রত্যেক ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফকে।

এই দুই ঘটনার ছবি এবং ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন ফুটবলপ্রেমীরা। তাঁদের অভিযোগ, নিরাপত্তার অজুহাতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া বিভিন্ন দেশের ফুটবলারদের সঙ্গে অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের মানসিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। সমালোচনার মুখে পড়েছেন ফিফা কর্তৃপক্ষও। আয়োজক দেশ নির্বাচন নিয়ে ফিফার উপর ক্ষোভ বাড়ছে। মনে করা হচ্ছে, ইরানের দল ম্যাচ খেলতে আমেরিকায় ঢুকলে আরও খারাপ ব্যবহার করা হবে। এত কিছুর পরও ফিফা কেন নিরব, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বহু দেশের ফুটবলপ্রেমী এবং সাংবাদিকদের ভিসা দেয়নি ট্রাম্প প্রশাসন। অনেককে এক বার প্রবেশের ভিসা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা থেকে তাঁরা কানাডা বা মেক্সিকোয় গেলে আর ফিরতে পারবেন না। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই প্রশ্নের মুখে পড়েছে আমেরিকার বৈষম্যমূলক এবং বর্জনমূলক নীতি।

সেরাটা 'জমিয়ে রেখেছেন' এমবাপে

বিশ্বকাপের জন্য রওনা হওয়ার আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতিমূলক ম্যাচে সোমবার লিলে নর্দান আয়ারল্যান্ডকে ৩-১ গোলে হারায় ফ্রান্স। দারুণ এক হ্যাটট্রিক করে সব আলো কেড়ে নেন মাইকেল ওলিসে।

বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও জালের দেখা পাননি এমবাপে। ৯৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫৬টি গোল করা ফ্রান্স অধিনায়কের জন্য তিন ম্যাচের গোলখরা একটু বিরলই।

তবে তিনি বা তার কোচ, কাউকেই এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে না। দলের সেরা তারকা আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছেন, এমন ধারণাও হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন দেশম।

"আমি চিন্তিত নই। এটা সত্যি যে, বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়েছে সে, কিন্তু নিখুঁত হতে পারেনি। সে আমাকে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সেরাটা জমিয়ে রাখছে, তাই ঠিক আছে।"গত বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করা এমবাপে যখন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জ্বলে উঠতে সংগ্রাম করছিলেন, তখন ওলিসে উপহার দেন জাদুকরি পারফরম্যান্স। ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দারুণ একটি মৌসুম কাটিয়ে আসা উইঙ্গার জাতীয় দলের জার্সিতে পান প্রথম হ্যাটট্রিকের স্বাদ।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মোদির দীর্ঘতম প্রধানমন্ত্রীত্বে অভিনন্দনের ঢল

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রস্তাব থেকে বিশ্বনেতা, উপ-রাষ্ট্রপতি রাজনাথ, রবি শাস্ত্রী ও রামনাথ কোবিন্দের প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (আইএএনএস): ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক স্পর্শ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা ৪,৩৯৯ দিন দায়িত্ব পালন করে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু-র ৪,৩৯৮ দিনের রেকর্ড অতিক্রম করেছেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা, উপ-রাষ্ট্রপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং ক্রীড়া জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রীরা দাঁড়িয়ে করতালি ও টেবিল চাপড়ে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানান। প্রধানমন্ত্রী মোদি হাত জোড় করে সেই শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও) এই মুহূর্তের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

মন্ত্রিসভার প্রস্তাবে ১০ জুন, ২০২৬-কে ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের একটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই অর্জন দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, জনগণের আস্থা এবং জনঅংশগ্রহণের শক্তির প্রতীক। 'রাষ্ট্র প্রথম' নীতিতে পরিচালিত এক নেতার প্রতি জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থনেরই প্রতিফলন এই মাইলফলক।

প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের ১২ বছর পূর্তির কথাও তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, তিনি সরকারপ্রধান হিসেবে টানা ২৫ বছর দায়িত্ব পালনের ঐতিহাসিক মাইলফলকের দিকেও এগিয়ে চলেছেন। ছয় দশক পর দেশের মানুষ টানা তৃতীয়বারের জন্য একটি সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার নথিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির জীবনকে দেশগঠন ও জনসেবার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন উৎসর্গের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০১৪ সালে 'প্রধান সেবক' হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ'-এর দর্শনের উল্লেখও সেখানে রয়েছে।

প্রস্তাবে দাবি করা হয়েছে, গত এক দশকের বেশি সময়ে দরিদ্র কল্যাণকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। পাকা বাড়ি, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তর, ৮০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য এবং ৬০ কোটিরও বেশি মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার মতো কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বিস্তৃত হয়েছে। একই সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার ঊর্ধ্বে উঠে এসেছেন।

যুবশক্তির ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ভারত বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি চন্দ্রযান-৩ অভিযান-এর মতো সাফল্যের মাধ্যমে দেশের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা বিশ্বদরবারে নতুন মর্যাদা পেয়েছে। নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে 'লক্ষপতি দিদি' কর্মসূচি, ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর প্রকল্প এবং আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের মতো উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড এবং কৃষি রপ্তানির বৃদ্ধির কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা বিলোপ, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, সীমান্তপারের বিমান অভিযান, 'অপারেশন সিঁদুর', উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তিচুক্তি এবং নকশালবিরোধী অভিযানের কথাও প্রস্তাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'আত্মনির্ভর ভারত', জি-২০ সভাপতিত্ব, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং আন্তর্জাতিক সৌর জোটের মতো উদ্যোগকে ভারতের বৈশ্বিক অবস্থানকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সাফল্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারাও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শেরিং তোবগে তাঁকে "বন্ধু, ভাই ও পরামর্শদাতা" বলে অভিহিত করে অভিনন্দন জানান। অনুরা কুমারা দিসানায়েকে বলেন, এই মাইলফলক ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।

আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধানমন্ত্রী মোদির দীর্ঘ জনসেবা ও নেতৃত্বকে ভারতের উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির অন্যতম ভিত্তি বলে উল্লেখ করেন। বোলা আহমেদ টিনুবু বলেন, এই সাফল্য ভারতের মানুষের তাঁর নেতৃত্বের প্রতি দীর্ঘস্থায়ী আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।

এছাড়াও মোহাম্মদ মুইজ্জু, উইলিয়াম রুটো, লি জে-মিয়ং এবং জর্জিয়া মেলোনি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

উপ-রাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন এক বার্তায় এই সাফল্যকে ঐতিহাসিক মাইলফলক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত অর্থনীতি, অবকাঠামো, প্রযুক্তি, সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং বৈশ্বিক মর্যাদার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, ২৫ কোটিরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার উপরে তুলে আনা, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর আদর্শকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কাশী-তামিল সঙ্গমম ও সৌরাষ্ট্র-তামিল সঙ্গমমের মতো উদ্যোগ জাতীয় ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর দফতরের আধিকারিকরাও প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পিএমও-র এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদি স্থিতিশীলতা, স্বচ্ছতা, সুশাসন, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং জাতীয় অগ্রগতির প্রতি অবিচল প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই উপলক্ষে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পি. কে. মিশ্র এবং দ্বিতীয় মুখ্য সচিব শক্তিকান্ত দাস।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের মাশুল ও অর্থনৈতিক চাপ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের সমালোচনায় প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: জ্বালানি, রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। বুধবার এক বিবৃতিতে দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেন, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরে সাধারণ মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো হচ্ছে, অথচ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন, রান্নার গ্যাস, পেট্রোল, ডিজেল এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিতে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং স্থির আয়ের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের দাবি, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য ওঠানামা করলেও তার সুফল দেশের সাধারণ ভোক্তারা পাচ্ছেন না। বরং মূল্যবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে এবং সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

রাজ্যের বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা ভোক্তাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার দাবি জানায় কংগ্রেস। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ কমে গেছে এবং কৃষিক্ষেত্রও নানা সংকটের মুখে পড়েছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের কাছে বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বিবৃতির শেষে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে সরকারকে অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং জনগণের উপর বাড়তি আর্থিক চাপ কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাল পরিমাপে কারচুপির অভিযোগ

তদন্তের আশ্বাস খাদ্য দপ্তরের

তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন: তেলিয়ামুড়া কালিটিলা এলাকার একটি সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে চাল পরিমাপে ওজন কম দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে ২৯০২০০৪০০০১২ নম্বর ন্যায্য মূল্যের দোকানের বিরুদ্ধে। ঘটনায় সরকারি রেশন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এক রেশন গ্রাহক। অভিযোগকারী রঞ্জিত সাহা জানান, বুধবার সকালে তিনি তাঁর বৃদ্ধ মাকে ওই দোকান থেকে সরকারি রেশন সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বাড়িতে চাল নিয়ে আসার পর পুনরায় ওজন করে দেখা যায়, নির্ধারিত পরিমাণের তুলনায় চালের ওজন কম রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দোকানের কর্ণধার সবিতা দত্ত লস্কর (রায়) তাঁর মায়ের সরলতার সুযোগ নিয়ে চাল পরিমাপের ক্ষেত্রে অনিয়ম করেছেন।

বিষয়টি জানতে পেরে রঞ্জিত সাহা অবিলম্বে দোকানে গিয়ে কর্ণধারের সঙ্গে কথা বলেন। তবে তাঁর দাবি, অভিযোগের কোনো সন্তোষজনক বা স্থায়ী সমাধান পাননি তিনি।

ঘটনার খবর পেয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ন্যায্য মূল্যের দোকানে পৌঁছে কর্ণধার সবিতা দত্ত লস্কর (রায়)-এর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেননি। তাঁর বক্তব্য, দোকানে ওজন মাপার দায়িত্বে থাকা কর্মী ওইদিন অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন ভুল হয়ে থাকতে পারে।

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে মহকুমা খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হবে। দ্রুত তদন্ত শুরু করা হবে এবং তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান সাধারণ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার অন্যতম ভরসাস্থল। সেখানে ওজন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ সামনে আসায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে ভবিষ্যতে কোনো গ্রাহক এ ধরনের ভোগান্তির শিকার না হন।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল বিতর্কে সরব এমডিসি রাজেশ্বর দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

আগরতলা, ১০ জুন: তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে সাম্প্রতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় বিধায়িকা কল্যাণী সাহারায় এবং মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. রাজা জমাতিয়াকে ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি নিয়ে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এমডিসি তথা তিপ্রামথা পার্টির মুখপাত্র রাজেশ্বর দেববর্মা।

গত ৯ জুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি সরকারি দফতর ও হাসপাতাল পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের জন্য একটি সুস্পষ্ট আচরণবিধি বা নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন।

চিঠিতে রাজেশ্বর দেববর্মা উল্লেখ করেন, জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারি পরিষেবার মান যাচাই করা এবং জনস্বার্থে বিভিন্ন দফতর পরিদর্শন করা বিধায়কদের দায়িত্বের অংশ। তবে একইসঙ্গে সরকারি আধিকারিকদের মর্যাদা, সম্মান এবং কর্মপরিবেশ রক্ষাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা বজায় রাখাও সমানভাবে প্রয়োজন।

তিনি আরও দাবি করেন, তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের ঘটনাকে ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে এবং অনেকেই বিষয়টিকে উদ্বেগজনক হিসেবে দেখছেন। এমন পরিস্থিতি সরকারি কর্মচারী ও চিকিৎসকদের মনোবলের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

চিঠিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত ওষুধের ব্যবস্থা করার দাবিও জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে পুরো ঘটনাটি নিয়ে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত পরিস্থিতি সামনে আনার আহ্বান জানান তিনি।

রাজেশ্বর দেববর্মা আশা প্রকাশ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধান হবে এবং প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার পরিবেশ আরও সুদৃঢ় হবে।

এই চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর তেলিয়ামুড়া হাসপাতালকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এডিসির নতুন সিইও শান্তনু

আগরতলা, ১০ জুন,: ত্রিপুরা সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করে প্রবীণ আইএএস আধিকারিক শান্তনুকে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর নতুন প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) হিসেবে নিয়োগ করেছে।

সাধারণ প্রশাসন (পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং) দপ্তরের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৯৯৭ ব্যাচের ত্রিপুরা ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক শান্তনুকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাঁকে উচ্চ প্রশাসনিক গ্রেডে (এইচএজি) পে ম্যাট্রিক্সের লেভেল-১৫ অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচিব (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি) পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

নতুন দায়িত্বের পাশাপাশি তাঁকে খাদ্য ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি টিটিএএডিসি-র সিইও হিসেবেও দায়িত্ব পালন করবেন। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোর প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় টিটিএএডিসি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এতদিন টিটিএএডিসি-র সিইও পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা রাভাল হেমেন্দ্র কুমারকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ওই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। এছাড়া সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদলের অংশ হিসেবে সচিব কে. শশীকুমারকে খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন দপ্তরে প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই নিয়োগ ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। জনস্বার্থে জারি করা এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে।

রাজ্যের প্রশাসনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক আধিকারিকের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তাঁকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে জনজাতি এলাকার প্রশাসন এবং গণবন্টন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত দপ্তরগুলোর নেতৃত্বে তাঁর অভিজ্ঞতা রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিলোনিয়া রেল থানায় গাঁজা কাণ্ডে গ্রেপ্তার এক কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জুন: বিলোনিয়া রেল স্টেশন চত্বরে গাঁজা কাণ্ডে ধৃতের পলায়নের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। এই ঘটনায় এবার গ্রেপ্তার হলেন বিলোনিয়া জিআরপি থানারই এক পুলিশ কনস্টেবল। ধৃত কনস্টেবলের নাম যতীন্দ্র চন্দ্র দাস। মঙ্গলবার রাতে আগরতলা থেকে আসা জিআরপি-র ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের তল্লাশিতে তার থানার আবাসনের রুম থেকে গাঁজা উদ্ধারের পরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সংবাদমাধ্যমে খবর সম্প্রচারের পরই নড়েচড়ে বসে আরক্ষা দপ্তর। বুধবার দুপুরে ধৃত কনস্টেবলকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার সকালে বিলোনিয়া রেল স্টেশন চত্বরে টিআর০৭ও জিও০২২৬৭ নম্বরের একটি সাদা গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে কয়েক কেজি গাঁজা উদ্ধার করে জিআরপি পুলিশ। গাড়িতে থাকা চারজনের মধ্যে তিনজন পালিয়ে গেলেও গাঁজা সহ একজনকে আটক করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, আটকের কিছুক্ষণ পর বিলোনিয়া থানার এক পুলিশ অফিসার ও এক আইবি কর্মী ঘটনাস্থলে এসে ধৃত ও গাঁজার ব্যাগ জিআরপি থানায় নিয়ে যান। এরপরই পুলিশের সামনে থেকে রহস্যজনকভাবে পালিয়ে যায় ধৃত যুবক। অভিযোগ, পালানোর সময় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এই ঘটনার খবর সম্প্রচারিত হতেই রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর সম্প্রচারের পর তৎপর হয় আরক্ষা দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার রাতেই আগরতলা জিআরপি থানার ঊর্ধতন আধিকারিকরা বিলোনিয়ায় পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালাতে গিয়ে বিলোনিয়া জিআরপি থানার কনস্টেবল যতীন্দ্র চন্দ্র দাসের থানার আবাসনের রুম থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিআরপি থানার তদন্তকারী অফিসার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে বুধবার দুপুরে ধৃত কনস্টেবল যতীন্দ্র চন্দ্র দাসকে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করেন। এর আগে এই ঘটনায় বিলোনিয়া থানার এসআই প্রেমজিৎ রায় ও আইবি নেপাল নমঃর বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে ধৃতকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। যদিও তারা অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত কাজে স্টেশনে গিয়েছিলেন। কনস্টেবল গ্রেপ্তারের পর গোটা ঘটনার তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

আইলজিট্রন টেকনোলজিসের নামে চাকরির প্রতারণা, সতর্কবার্তা সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: আইলজিট্রন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থা। বুধবার আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ, চাকরিপ্রার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়।

সংস্থার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান সৌম্যদীপ ধর জানান, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে একদল প্রতারক আইলজিট্রন টেকনোলজিসের নাম, লোগো, লেটারহেড ও জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করে ভুয়া সাক্ষাৎকারপত্র, নিয়োগপত্র এবং চাকরির প্রস্তাবপত্র পাঠিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতারণার ফাঁদে ফেলছে। চাকরি দেওয়ার নামে নিবন্ধন ফি, সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়াকরণ ফি কিংবা নিয়োগ সহায়তার অজুহাতে একশো টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা বা তারও বেশি অর্থ আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

সৌম্যদীপ ধর স্পষ্টভাবে জানান, আইলজিট্রন টেকনোলজিস নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনও পর্যায়েই প্রার্থীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে না। সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও এজেন্ট, দালাল, পরামর্শদাতা বা তৃতীয় পক্ষকেও অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি আরও জানান, সংস্থার সমস্ত নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সংস্থার সরকারি ওয়েবসাইট এবং সরকারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় প্রকাশ করা হয়। বিশেষ করে নতুন প্রার্থীদের নিয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত নির্দিষ্ট কর্মসূচির আওতায় সম্পন্ন হয়।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক অভিষেক ধর জানান, গত পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে সংস্থার নাম ব্যবহার করে এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা সামনে আসছে। সম্প্রতি প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পর বিষয়টি নিয়ে সাইবার অপরাধ থানাসহ সংশ্লিষ্ট থানায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের সঙ্গে প্রতারিত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণও জমা দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, সম্প্রতি প্রায় ১৬জন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় ২০০টি স্ট্রিট ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ জুন: নৈশকালীন বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনা হিসেবে সম্প্রতি কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার ধনপুর থেকে সোনামুড়া যাওয়ার রাস্তায় সৌরশক্তি চালিত স্ট্রীট ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার মনারচকে অবস্থিত সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেডের (নেপকো)-এর পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্ট্রীট ল্যাম্প পোস্টগুলো ধনপুর বাজারের দক্ষিণদিকে অবস্থিত বড়নারায়ণ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে শুরু করে সোনামুড়া সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর নির্মিত ব্রীজের দক্ষিণ তীর পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। মোট স্ট্রীট ল্যাম্প পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে ২০০টি। মনারচকস্থিত নেপকো কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে চলতি অর্থবছরে নলছড় ব্লকের কলিরাম এডিসি ভিলেজে কৃষিকাজের সুবিধার্থে কৃষি জমিতে একটি কাঁচা নালা খনন করে দেওয়া হয়েছে। এমজিএন রেগায় এই কাঁচা নালা খননে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩১৩ টাকা।

১২ দফা দাবিতে তপশিলী জাতি কল্যাণে ডেপুটেশন প্রদান

আগরতলা, ১০ জুন ২০২৬: তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে বুধবার তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সহ-অধিদপ্তরের নিকট ১২ দফা দাবি সম্বলিত একটি ডেপুটেশন প্রদান করে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির সদর মহকুমা কমিটি।

ডেপুটেশন প্রদান শেষে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দাস সাংবাদিকদের জানান, দীর্ঘদিন ধরে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমজীবী, মৎস্যজীবী, চর্মশিল্পী এবং হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের শিক্ষা, জীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই ১২ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে উত্থাপিত দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সকল স্তরের স্টাইপেন্ড ও স্কলারশিপ সময়মতো প্রদান, বিভিন্ন ছাত্রাবাসের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, লন্ড্রি জীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান, হরিজন সম্প্রদায়ের অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিতকরণ এবং সরকারি আবাসনগুলির উন্নত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন-চার মাস ধরে বন্ধ বার্ধক্য ভাতা

দপ্তরে দপ্তরে ঘুরেও সমাধান পাননি ৮৫ বছরের জয় কুমার ত্রিপুরা

আগরতলা, ১০ জুন: সরকারি বার্ধক্য ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ দানো চৌধুরীপাড়া এলাকার ৮৫ বছর বয়সী প্রবীণ জয় কুমার ত্রিপুরা। অভিযোগ, গত তিন থেকে চার মাস ধরে তিনি কোনো ভাতা পাননি। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছেন তিনি।

জয় কুমার ত্রিপুরা জানান, জীবনের এই শেষ প্রান্তে তাঁর দৈনন্দিন খরচের অন্যতম ভরসা সরকারি বার্ধক্য ভাতা। কিন্তু কয়েক মাস ধরে সেই ভাতা বন্ধ থাকায় আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। ভাতা পুনরায় চালুর আশায় তিনি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করেছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো ইতিবাচক সাড়া পাননি বলে অভিযোগ।

প্রবীণ এই উপভোক্তার দাবি, সম্প্রতি যাঁদের নতুন করে ভাতা মঞ্জুর হয়েছে, তাঁরা নিয়মিতভাবে প্রতি মাসের শুরুতেই ভাতা পাচ্ছেন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ভাতা পাওয়া বহু পুরোনো উপভোক্তা কয়েক মাস ধরে বঞ্চিত রয়েছেন।

তিনি দ্রুত বকেয়া ভাতা প্রদান এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারাও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, প্রবীণ নাগরিকদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখা কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উচিত দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবি, শীঘ্রই নিয়োগ হবে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য

আগরতলা, ১০ জুন: রাজ্যের উচ্চশিক্ষা পরিকাঠামোর সম্প্রসারণ, নতুন কলেজগুলির অধিভুক্তিকরণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ। তিনি নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে।

জানা গেছে, বৈঠকে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত নতুন সরকারি সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিকে মহারাজা বীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত করার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। কলেজগুলির একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে।

এছাড়াও, বিদ্যমান নির্দেশিকা ও আইনগত বিধান অনুযায়ী রাজ্য উচ্চশিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান নিয়োগের জন্য গঠিত সার্চ কমিটিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধিকে মনোনয়নের আবেদন জানায় রাজ্য সরকার।

বৈঠকে সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ লক্ষ্যে ভারতীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান (আইআইটি) খড়্গপুরের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্কিল ও ভোকেশনাল কোর্স চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০-এর আলোকে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুত স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু একাডেমিক পরিবেশ ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার জন্য নিয়মিত উপাচার্যের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরি। জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আশ্বাস দেন যে, নতুন উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

প্রতিনিধি দল রাজ্যের দুটি নতুন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং চারটি নতুন সাধারণ ডিগ্রি কলেজের উন্নয়নের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তারও দাবি জানায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং একাডেমিক সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় সহায়তা চাওয়া হয়।

বৈঠকে ধর্মেন্দ্র প্রধান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দক্ষতার ঘাটতি চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন কোর্স চালুর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন তিনি। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রসার এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ৫০ শতাংশ গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও (জিইআর) অর্জনের লক্ষ্য পূরণেও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

এছাড়া ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই কমিটি ভবিষ্যতে কোর্সের চাহিদা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে একটি ভিশন ডকুমেন্ট ও রোডম্যাপ প্রস্তুত করবে।

উপজাতি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রতি আরও বেশি উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেন যে, রাজ্যের পক্ষ থেকে উত্থাপিত সমস্ত বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 11-06-2026, 01:55